Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃতবার্তা

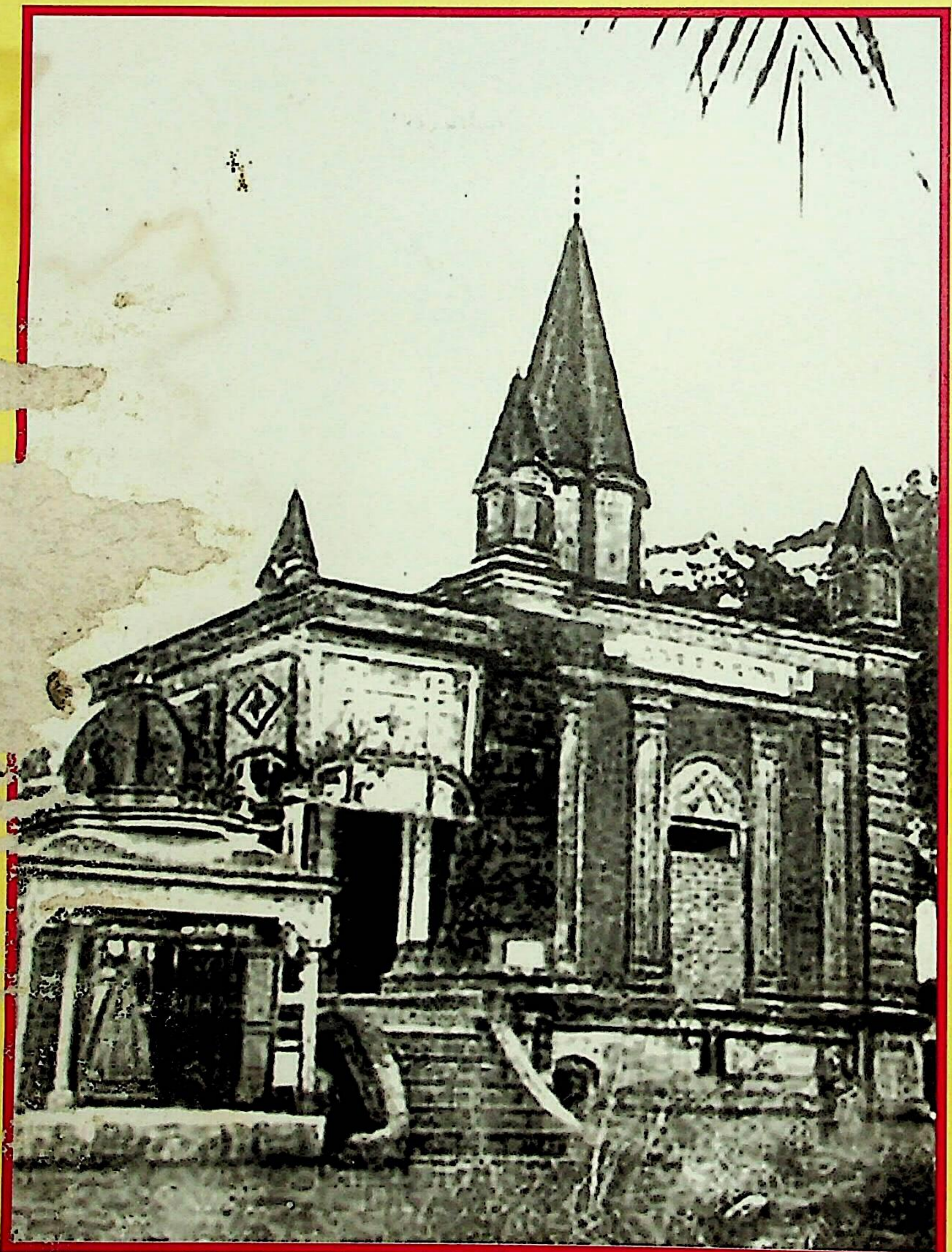

VOL.-19 APRIL, 2015 No. 2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

Branch Ashrams

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati, Kolkata- 700058 (Tel. : 25531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P. O. Agartala-799001. West Tripura (Tel. : 0381-2208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P. O. Almora-263602, (Tel. : 05962-233120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Dhaul-China. Almora-263881, (Tel. : 059620-262013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P. O. Chandod, Baroda-391105, (Tel. : 02663-233208+233782)
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M. P. (Tel. : 0755-2641227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur. P. O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P. O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Andamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kankhal, Hardwar - 249408, (Tel. : 01334-312565, 246575)
12. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P. O.Kedarnath, Rudraprayag
13. NAIMSHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir. P. O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U. P. (Tel. : 05862-285254)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী - অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবানী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ১৯ এপ্রিল - ২০১৫ সংখ্যা ২

সম্পাদক মণ্ডল

স্বামী নির্মলানন্দ গিরি

ডঃ দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মচারিণী ডঃ গুনীতা

☆

কার্য্যকারী সম্পাদক

ব্রহ্মচারিণী ডঃ গীতা ব্যানার্জী (ইনচার্জ)

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারত - ১৫০ টাকা

বিদেশে - ২৪ ডলার আথবা ১৫০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা - ৪০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❖ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❖ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয় গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রী মায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❖ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❖ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট দ্বারা "Managing Eoitor Ma Anandamayee-Amrit Varta" এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❖ পত্রিকা অপ্রাপ্তির সংবাদ পত্রিকা প্রকাশনের এক মাসের মধ্যে পাঠাতে হইবে।

❖ ঠিকানার কোন পরিবর্তন হইলে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পাদক কে জানাইলে ভাল হয়।

❖ সকল গ্রাহকদের অবগত করানো হইতেছে যে তাঁদের বার্ষিক চাঁদা সমাপ্ত হইবার আগেই যেন তাঁরা তাঁদের অগ্রিম চাঁদা প্রেষিত করেন।

পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে–

Managing Editor Ma Anandamayee-Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi-221001
e-mail-mataanandamayeepublication@gmail.com

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম–বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সাদা কালো পূর্ণ পৃষ্ঠা–২০০০/- বাৎসরিক
রঙ্গিন পূর্ণ পৃষ্ঠা–৩০০০/- বাৎসরিক
সাদা কালো অর্ধেক পৃষ্ঠা–১০০০/-
রঙ্গিন অর্ধেক পৃষ্ঠা–১৫০০/- বাৎসরিক
সাদা কালো ও রঙ্গিন ১/৪ পৃষ্ঠা–৫০০/- বাৎসরিক

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক প্রকাশক ডঃ গীতা ব্যানার্জী দ্বারা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী, সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী–২২১০০১ উঃ প্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্ক্স, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী--১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক-ব্রহ্মচারিণী ডঃ গীতা ব্যানার্জী (ইনচার্জ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় - সূচী

১ মাতৃ বানী ২

২ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ৪

- শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩ গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা ৬

৪ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১০

- সুধীর দত্ত

৫ চিত্রাবন্ধুর ডায়েরী হতে উদ্ধৃত ১২

৬ ভারতের অধ্যাত্মবাদ কর্মযোগ ১৩

- ডঃ নলিনী ব্রহ্ম

৭ নর্মদার ডাকে ১৫

- ব্রহ্মচারিণী চন্দন

৮ তপোভূমি দর্শন ১৭

- ডঃ সুচরিতা ঘোষ

৯ পাদপীঠম্ স্মরামি সিদ্ধপীঠ সিদ্ধেশ্বরী ১৯

- ব্রহ্মচারিণী গীতা

১০ শ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ ২২

- ব্রহ্মচারিণী জয়া

১১ ভক্তদের প্রতি লিখিত বাবা ভোলানাথের পত্রাবলী ২৪

১২ শৈবাচার্য অপ্পরের নব রূপান্তর ৩০

১৩ শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ ৩২

- ব্রঃ চন্দন পুরাণাচার্য

১৪ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ ৩৫

- প্রিয় শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

১৫ ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ৩৭

- ব্রঃ গুনীতা

১৬ মহাত্মাদের মুখে মায়ের কথা ৪১

১৭ আশ্রম বার্তা ৪৩

১৮ স্থুল জগত ছেড়ে অমৃত পথের যাত্রী হয়েছেন যাঁরা ৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অমৃতবাণী, অমর সন্দেশ, আদর্শ গাথার মাধ্যমে পত্রিকাকে রোচক করার প্রয়াস করা হচ্ছে। সকল পাঠকবৃন্দের নিকটে আবেদন জানানো হচ্ছে যে তাঁরা অবিলম্বে নিজের নিজের অভিমত লিখে পাঠান, যাতে আমরা তা সমাবিষ্ট করে বর্তমান যুগের সকল বয়সের পাঠকদের জন্য শ্রীশ্রী মায়ের অনুপম সন্দেশ আরও রুচিকর রূপে প্রস্তুত করতে পারি।

জয় মা। ধন্যবাদ

ঠিকানা :-
পাঠকদের অভিমত
সম্পাদক
অমৃত বার্তা
শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম
ভাদাইণী, বারাণসী।

☆

প্রচ্ছদপট

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম শৃঙ্খলার সর্বপ্রথম মন্দির। রমনা কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে ১৯২৯ সালে "ভাইজী" শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের প্রেরণায় আশ্রম ভবনের নির্মাণ, শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম পদার্পণ- ১৯২৯-২রা মে। শ্রীশ্রী মাতা অন্নপূর্ণা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, আজ উক্ত আশ্রম শুধু মাত্র চিত্র রূপে বিদ্যমান।

বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায়।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ বাণী

নিজকে জান্য ও নিজকে পাওয়ার জন্য যাত্রী হও। যে সাধন স্বরূপ নিজেতে স্বয়ং যোগী তত্ত্ব, ঋষি তত্ত্ব নিজেতে বর্তমান আছে। ভগবান যেখানে আছেন, সেখানে সবই আছে। তুমি যে বল এই শরীরে তিনিই আছেন। তুমি যা বল তাই এই শরীর। ভগবান কোথায় নেই। যা বল তাই। প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষের প্রশ্নই নেই। প্রত্যক্ষ হল ক্রিয়ার অধীন। তুমি যা বল তাই, যে যা বলে তাই।

* * *

তুমি জান বা না জান শ্বাস নিজের চলে যাচ্ছে। ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে জপ কর না কর সে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। যেমন ঘড়িতে চাবি দাও - হাতে রাখ, গলায় পকেটে রাখ নিজে নিজেই কাজ করে। এমনই শ্বাসের গতি সব সময় নিজেই কাজ করে যাচ্ছে।

* * *

বদ্রীনারায়ণ পৌঁছাবার জন্য গতি শুরু হয়ে গেছে। বদ্রীনাথ গিয়ে বদ্রীনাথ দর্শনের জন্য চলছে। চলার গতি শুরু হয়ে গিয়েছে। যেমন বদ্রীনাথ দূর থেকে দেখা হয় – দূর থেকে স্পর্শ হয়। চোখ দিয়ে স্পর্শ হয় – সকলকে ছুঁতে তো দেওয়া হয় না এই যা হল এইটিই প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি ক্রমশঃ হয়ে থাকে। যেমন অনেক প্রকারের স্থিতি আসে রাস্তাতে। যেমন – যেমন স্থিতি আসে তেমন - তেমন আগে চলার রাস্তা খুলে যায়।

* * *

যেমন মহাবীর বলেছেন – আমি সেই রূপেই তাঁকে দেখি। আমার স্বরূপই তিনি, এক আত্মা। ভগবান পূর্ণ – আমি অংশ – পূর্ণ আর অংশ–যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ যতটা জ্বালাতে পারে –আগুনও ততটাই জ্বালাতে পারে। প্রথমে এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। এক আত্মা এক আমি যা বল আমি স্বয়ংই। এই যে প্রকাশ – এই পেলে একত্ব হয়। তিনি পূর্ণ – আমি অংশ। আমি দাস – তিনি ভগবান। আমি প্রভুর দাস – এই তিন যেমন নিত্য একত্ব (রূপে প্রকাশিত হবে) সে নিত্যদাসের স্থিতি প্রাপ্ত হবে।

* * *

ভগবান কার জন্য ক্রিয়া করবেন। আপনইতো। নিজে নিজেই কল্পনামাত্র জগত সৃষ্টি। আপন ক্রিয়া আপনাতে প্রকাশ। নাশবান কাকে বলে - নাশবান যে - তার অর্থ যা থাকে না - এও নিত্য থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। ভগবান ও থাকলেন নাশবান ও থাকল। তা ইষ্ট না হোক। ইষ্ট তোমার শ্রীকৃষ্ণ ইষ্ট তোমার ভগবান বল, ইষ্ট তোমার বালগোপাল বল, কুমারী। সবের মধ্যে যে সব আছে তা পাওয়া চাই। যতক্ষণ দ্বন্দ মিটে না যায় যে যে Line এ যা গুরু দীক্ষা দেন সেই Line নিয়েই চলা উচিত।

* * *

ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আসা জগতের যা হবার হোক তোমাকে ছুঁলেও যেন না লাগে এমন স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া। ঘরে হাজার বিঘ্ন। কেউ রান্না করছে। গন্ধ আছে। গানের আওয়াজ আসছে। ভগবত প্রাপ্তির জন্য আসছে। কাশি আসছে। নিদ্রার বুলি (নাকের আওয়াজ) তার আসবে। এই সমুদায় তোমাতেই কেননা ভগবান সবার মধ্যে আছেন। এই সব তোমার মধ্যে আছে আর তুমি সবেতে - এই প্রকাশ হওয়া চাই।

* * *

তুমি মুক্ত। নিত্য মুক্ত। তুমি যে মুক্ত না মেনে চলছ। প্রেমের Line এ যাক নিত্য প্রেমী। নিত্য দাস - এই প্রকাশের জন্য।

* * *

আমি কেন ? নিজেকে পাওয়ার জন্য। "আমি" কে পাওয়া উচিত নয়। সখা ভাবে......এই জন্য স্বরূপ দেয়নি।চক্ষু দিয়েছে।

[কোনও ভাবে ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীমা বলতেন। এই জন্য ভগবান নিজের কোন স্বরূপ নিশ্চিত করেননি। তাঁর অনন্ত স্বরূপ। এই তত্ত্ব কে বোঝাবার জন্য তিনি চক্ষু অর্থাৎ নেত্র দিয়েছেন। অন্তর্চক্ষু বিবেক দিয়েছেন।]

☆

"কৃপা অনুভবের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত কৃপার কথা বুঝতে পারা যায় না।"

"চাইলেই পাওয়া যায়, তবে মনে মুখে সর্বভাবে এক করে চাওয়া চাই।"

শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

- শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

এ পর্যন্ত কেহ পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে কিনা

আমি। আচ্ছা, মা, তুমি যাহাকে পূর্ণ বল তাহা কি জীব দেহে লাভ করা সম্ভব?

মা। (হাসিয়া) গোপীবাবা, তুমি বল জীবদেহে পূর্ণত্ব লাভ সম্ভব কিনা?

গোপীবাবু। জীব বলিলে আর পূর্ণতা লাভ উঠে কীভাবে?

আমি। আমার কথার অর্থ হইল যে, মনুষ্য দেহে মৃত্যুর পূর্বে পূর্ণতা লাভ কেহ করিয়াছেন কিনা?

মা জিজ্ঞাসু নেত্রে গোপীবাবুর দিকে তাকাইলে গোপীবাবু বলিলেন, 'আমার প্রশ্ন ঠিক অমূল্যের প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হইল এই যে, বেদান্তে দুইটি মত দেখা যায় – একটি হইল এক জীববাদ এবং দ্বিতীয়টি হইল বহু জীববাদ। যাহাকে এক জীববাদ বলা হয় উহাই দৃষ্টি- সৃষ্টিবাদ। এই মতানুসারে জীবমাত্র একটিই। বহু জীব যাহা জগতে দেখা যায় উহা ঐ এক বিম্বেরই বহু প্রতিবিম্ব মাত্র। এই মতানুসারে বিম্বের মুক্তি ব্যতীত প্রতিবিম্বের মুক্তি হইতে পারে না। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে জীব যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন তাহারা ঈশ্বর সাযুজ্যের অধিক কিছু লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য বলাহয় যে এ পর্যন্ত কেহই মুক্তি লাভ করে নাই। এমন কি শুকদেব সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই একজীববাদ অনুসারে এক জীবের মুক্তির অর্থই হইল সমষ্টি ভাবে সমস্ত জীবের মুক্তি। বহু জীববাদে অবশ্য ব্যষ্টি মুক্তির কোন বাধা নাই, কারণ সকলেই যখন ব্রহ্ম তখন যে কোন ব্যক্তির আবরণ নষ্ট হইলেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ সম্ভব হয়।

মা। এইযে একজীববাদ বলা হয় বাস্তবিক পক্ষে ইহা কিন্তু সত্য। মনে করিও না যে এই শরীর সব সত্য বলিয়া এক খিচুড়ি তৈয়ার করে অথবা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চায়। সাধন রাজ্যে এমন একটি স্থান বা স্তর আছে যখন বাস্তবিকই মনে হয় যে জীব মাত্র একটিই। যেহেতু এই একটি জীবের এখনও মুক্তি হয় নাই কাজেই এ পর্যন্ত কেহই মুক্ত হয় নাই। এরূপ অনুভূতিও সাধন রাজ্যের উচ্চস্তরে লাভ হইয়া থাকে।

"কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার কয়েকটি বিষয় আছে – যদি একের মুক্তিতে সমগ্র জীবের মুক্তি হইয়া যায় তবে সৃষ্টির মধ্যে যে অজ্ঞানের খেলা চলিতেছে উহা চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টির মধ্যে উহা না থাকিলেও পূর্ণের মধ্যে সবই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইলেও কথা থাকে যে, এখন ইহা যে ভাবে আছে সর্বমুক্তির পর ইহা ঠিক এইভাবে থাকিবে না।”

“আরও এক কথা এই যে, একজীববাদ বহুজীববাদ অস্বীকার করে। যে মতবাদে স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতি দুই-ই আছে অর্থাৎ দ্বৈত আছে, উহা নির্দ্বন্দ অবস্থা নয়। উহা মাত্র পথেরই বিবরণ। এ জগতে যত মত দেখা যায় উহা শুধু পথেরই বিবরণ এবং পথ গুলিও অনন্ত। কেবল তাহাই নয় প্রত্যেক পথেরই আবার অনন্ত দিক আছে। যতক্ষণ পথের বাহিরে যাওয়া না যায় ততক্ষণ বুঝা যায় না যে, এককে পাইবার পথ ও অনন্ত।”

“তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, যে স্থিতিতে দ্বিতীয় বলিয়া কিছু নাই, যেখানে জ্ঞান, অজ্ঞান সমস্তই তৎরুপে প্রকাশ যেখানে অনন্ত আকার প্রকার থাকা সত্বেও সবই এক অর্থাৎ যেখানে একই অনন্ত এবং অনন্তই এক, সেই স্বরূপ বা স্বাভাবিক স্থিতির প্রকাশ হইলে বদ্ধ, মুক্ত বলিয়া কিছু ভাগ ভাগ করা যায় কি? কারণ মুক্ত,বদ্ধ সবই যে তিনি। সেই জন্য বলা হয় যে সাধনের কোন স্থিতিতে একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি এরূপ একটি অনুভূতি পাইলেও উহাও যে দশটি মতবাদের মত একটি মতবাদ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।”

“তবে এ পর্যন্ত কেহ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে কিনা এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর এ শরীর সাধারণত দেয় না। তবে এ কথা বলিতে পারি যে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। কিছুই অসম্ভব নয়।”

☆

বিশেষ দ্রষ্টব্য :-

পৃষ্ঠা - ১৮ জানুয়ারী ২০১৫ Vol.- 19

“ভগবানের কাছে প্রার্থনার ফল”

30th October এর স্থানে “30th September নাগাদ” পড়তে হবে।

জয় মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর

(কয়েক পৃষ্ঠা)

৩-৩-৭৭

আজ মা লখনউ হইতে ভোর সাড়ে ৬ টায় কাশী আশ্রমে পৌঁছাইলেন। মা আসিয়া প্রতি বারের মত চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিলেন।

দিদিমার একজন শিষ্যা শ্রীমতী শোভনাদেবী তাহাদের শিবালা ঘাটে স্থিত বাড়ীটি মাকে দান করিয়াছেন। সেই বাড়ীর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মাকে সেখানে নিয়া যাওয়া হইল। মা জয়াকে ঘট হাতে প্রবেশ করিতে বলিলেন মাও সকলে সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সেখান হইতে আসিয়া মা গোপাল মন্দিরের দোতলায় বিশ্রাম করিতে গেলেন।

অনেকদিন যাবৎ মা আশ্রমে রাত্রিবাস করেন না মামার বাড়ীর বারান্দায় রাত্রিতে থাকেন। সেই জন্য মামার বাড়ীর সিঁড়ির উপরে একটুখানি খালি জায়গায় দেওয়াল উঠাইয়া উপরে টিন ও কাঠ দিয়া ছাদ করিয়া মার শুইবার জায়গা করা হইয়াছে৷ আজ রাত্রিতে মার সেখানে শুইবার কথা। রাত্রিপ্রায় ১০ টা নাগাদ সেখানে গৃহপ্রবেশ হইল। মেয়েরা বেদপাঠ করিল। ঘরখানা খুবই ছোট। তার পর মা সবাইকে নিজের হাতে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১১ টার পর সকলে শুইতে গেলেন। মাও কিছুক্ষণ পর শুইয়া পড়িলেন।

৪-৩-৭৭

আজ মার শরীর বিশেষ ভাল নাই। মা নিজের ঘরেই আছেন বিরজানন্দ চোখের চিকিৎসার জন্য বোম্বেতে আছেন। মা তাহাকে চিঠি লিখাইতেছেন। তাহার সেবার জন্য দেবদত্ত ব্রহ্মচারীকে পাঠানো হইল।

আজ সন্ধ্যায় দোল মঞ্চে অধিবাস হইল। মঞ্চে রুপার দোলনায় নারায়ণ শিলা বসাইয়া পূজা হইল। মা বৈকাল হইতে উঠানে আসিয়া পূজার স্থানে বসিলেন, খুব ভিড় হইয়াছিল। প্রতিবার দোলের সময় এই মঞ্চের উপরে নারায়ণ শিলা বসাইয়া পূজা করা হয়। এখানে আশ্রম উঠাইবার সময় ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই স্থানে ঘর না ওঠায় ওই স্থানে মঞ্চ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার উপরেই দোলের সময় ঠাকুর পূজা হয়। খুব কীর্তন ইত্যাদি পূজার সময় হইতেছিল। বাগানে বুড়ির ঘর খর ও কাঠের টুকরা দিয়া বানানো হইয়াছিল। তাহাতে যথানিয়মে ক্ষীরের নির্মিত মেষপালক ও আটার বুড়ির মূর্তি রাখা হইয়াছিল। নারায়ণ পূজা ও আরতির পর সেইখানেও পূজা হইল। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়াইয়াছিলেন। পূজার পরে যথানিয়মে বুড়ির ঘর পোড়ানো হইল। নিচের সব পূজা অনুষ্ঠান শেষ হইবার পরে মা উপরে দোতলার ঘরে আসিলেন। রাত্রিপ্রায় ১১টা নাগাদ শুইতে যাইবার জন্য মা নিচে নামিলেন। উঠানে আসিয়া মা একটা চৌকির উপরে বসিয়া টর্চ হাতে নিয়ে সকলকে দিয়া চারিদিক পরিষ্কার করাইলেন। পুনরায় মঞ্চ ধোয়াইয়া চারিদিক গঙ্গাজল দিয়া মুছাইয়া তিনদিকে ইঁট দিয়া ঘেরা করিয়া দিতে বলিলেন। তাহার উপরে ফুল দিয়া সাজাইতে বলিলেন। তুলসীকে আবির দিয়া মঞ্চ সাজাইতে বলিলেন। সেও মার কথামত আবির দিয়া সাজাইল। এই সময় আশ্রমের বাসন মাজার ঝি রাধা তাহার ছেলের বউকে মাকে দেখাইতে নিয়া আসিল। মা টর্চের আলোতে তাহার মুখ দেখিলেন। তাহাকে একটি মালা ও প্রসাদ দিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। এইরূপ ভাবে সব কাজ ঠিক করিয়া সব সাজাইয়া গুছাইয়া মা প্রায় ১২ টা নাগাদ বিশ্রাম করিতে গেলেন।

৫-৩-৭৭

আজ সকাল ৬টা হইতে মা পূজার স্থানে আসিয়া বসিলেন। মঞ্চের উপর দোলনায় নারায়ণ শিলা রাখা হইয়াছে। সিংহাসনে অন্য ঠাকুরদের সামনে বসানো হইয়াছিল। মা আসিবার পর আশ্রমের মেয়েরাও অন্যান্য সকলে মার পায়ে আবির দিয়া প্রণাম করিল। বেলা প্রায় ৮টা অবধি নারায়ণ পূজা হইল। মা এক ভাবে বসিয়া রহিলেন। পূজার পর মা কুমারী মেয়েদের নারায়ণকে আবির দিতে বলিলেন। তাহারা কীর্তন করিতে করিতে তিনবার পরিক্রমা করিয়া আবির দিল। তারপর মা নারায়ণকে আবির দিয়া দোলনা একটু ঝুলাইয়া দিলেন তারপর সব ঠাকুরদের আবির দিয়া স্পর্শ করিলেন। মা সব সময় এইরূপ করেন না এবারেই করিলেন।

নারায়ণ স্বামীর ইচ্ছায় মেয়েদের সাথে মার ফটো তোলা হইল। জয়া ও গীতাকে মার দুপাশে দাঁড় করাইয়া ফটো উঠানো হইল। ফটো উঠাইবার পর মা তাহাদের দুইজনকে আবির দিলেন। এখানে নারায়ণ পূজা হইয়া যাওয়ার পর মা গোপাল মন্দিরে গেলেন। কিছুক্ষণ হলে বসিলেন। বাহিরের ভক্তরা মাকে আবির দিলেন। মা একটু পরে গোপালকে আবির দিতে উঠিলেন। প্রতি বৎসর দোল উৎসবের দিনে গোপালকে সিংহাসন হইতে খুব সাবধানতার সহিত নিচে নামাইয়া কীর্তনের হলে আনিয়া চৌকিতে বসানো হয়। সকলেই আবির দেন। এবারও তাহাই হইল। মা নিজে তিন বার পরিক্রমা করিয়া গোপালকে আবির দিলেন। তারপর মেয়েদের আবির দিতে বলিলেন। গোপালের উপরে কোনরূপ আঘাত না লাগে বলিয়া নিজেই হাত দিয়া রাখিলেন। সকলের আবির দেওয়া হইয়া যাওয়ার পর গোপালকে ভিতরে মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল। দীক্ষার ব্যবস্থাও হইয়াছে চণ্ডীমণ্ডপে। অনেকেই দীক্ষা নিতেছেন। মাও গোপাল মন্দির হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল মন্দিরে আজ গোপালের অভিষেক হইবে। মামু পূজা করিতেছেন। মা গোপালের অভিষেকের সময়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া মা বলিলেন, "তোমরা গোপালকে স্নান করাইয়া কাপড় পরাইয়া সাজাইয়া পূজা আরম্ভ কর আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া মা উঠিয়া এদিকে আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। এখানে শিবানী বুবনা মার পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। মা এদিকে আসিলে তিনি ফুলের গহনা ও বেনারসী শাড়ী দিয়া মাকে সাজাইয়া পূজা করিলেন।

গোপালের পূজা আরম্ভ হওয়ায় মা গোপাল মন্দিরে আসিলেন। গোপালের সামনে আসিয়া হাতজোড় করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। মামু মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়া পূজায় বসিলেন। মা মন্দিরে মহাপ্রভুর ছবি ও শিবলিঙ্গে আবির দিলেন। তারপর কীর্তনের হলে আসিয়া বসিলেন বহুলোকের ভিড় হইয়াছিল। সকলে মাকে আবির দিতেছিলেন মাও সকলের কপালে আবিরের ফোঁটা দিলেন। মার কাপড় লালে লাল হইয়া মাকে খুবই সুন্দর দেখাইতেছিল। মার পা দুখানি আবিরের রঙ্গে একেবারে রাঙ্গা হইয়াছিল। মা সমানেই এইভাবে এদিক ওদিক করিয়া সব কিছুই করিতেছিলেন। আজকে মাকে দেখিয়া কে বলিবে যে একদিন আগেও মার শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। মা নিজের খেয়ালেই সব করেন। এইরূপ পূর্বেও বহুবার দেখিয়াছি। গোপাল পূজা ও আরতি হইবার পর মা এদিকে আসিলেন। কন্যাপীঠের বারান্দায় কামাখ্যাদার নাতির মার সম্মুখে অন্নপ্রাশন হইল। মা বাচ্চা ছেলেটিকে আঙ্গুলে করিয়া পায়েস খাওয়াইয়া দিলেন। মাকে বেশ ক্লান্ত দেখা যাইতেছিল। মা আমার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন বলিলেন, "ওরা রং এর ব্যবস্থা করিয়া যেন ডাকে।" শিবানী বুবনা রং এর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া আসিয়া মা উঠানে রং খেলিতে বসিলেন। মাকে রুপার বাটিতে কেশর ও গোলাপজল দেওয়া হইল। মার হাতে রুপার পিচকারীও দেওয়া হইল। প্রথমে মা তাহা দিয়া রং দিলেন। তাহার পর মার সামনে রং এর বাল্টী দেওয়া হইল ও মাকে পিতলের পিচকারী রঙ্গে ভরিয়া ভরিয়া দেওয়া হইল। মাও সকলকে মহানন্দে রং দিয়া ভিজাইতে লাগিলেন। আমি একটু দূরে বসিয়াছিলাম। মা আমাকে কাছে ডাকিয়া রং দিয়া ভিজাইয়া দিলেন। এই ভাবে বেলা প্রায় ৪ টা অবধি রং খেলিয়া মা উপরে গেলেন ও স্নান করিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। বৈকালে চারিটি সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুইটি চণ্ডীমণ্ডপে ও দুইটি মামুর বাড়ীতে। মা সন্ধ্যার পর নীচে নামিলেন, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মামার বাড়ীতে গেলেন, সেখানকার পূজা আদি শেষ হইবার পর মা আসিয়া আশ্রমের উঠানে বসিলেন। পুলিশের একজন বড় অফিসার মার সাথে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। নানা কথাবার্তা হইতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন, "আজ চারিটি সত্যনারায়ণ পূজা হইল।" নারায়ণ স্বামীজী বলিলেন, "কলিযুগে চারপাদের এক পাদ হয়। চারিটি পূজা মিলাইয়া একটি পূজার ফল হয়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলিলেন, "এই চারিটির ভিতরেই চার আছে। সবটার ভিতরেই সব আছে। দেখনা বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রাহ্মণত্ব পেল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চার জনের মধ্যেই চার গুণই আছে। যেটা প্রবল সেটাই বলা হয়। তা যদি না হইত তাহা হইলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইল কি করিয়া। কখন কার প্রকাশ হইয়া যায় বলা যায়না। যেমন মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে জল বাহির হইবেই, পাথর ঘষিতে ঘষিতে আগুনের প্রকাশ হইবেই। অখণ্ড ভাবে ক্রিয়া করিয়া যাওয়া। করনী ঠিক থাকা চাই। কর্ণী জাননা অর্থাৎ যা দিয়া মিস্ত্রীরা দেওয়াল ইত্যাদি পালিশ করে।" এইরূপ ভাবে কথাবার্তা হইতে রাত্রি প্রায় ১১ টা বাজিয়া গেল। ভদ্রলোক প্রণাম করিয়া বিদায় নিলেন। মা ও বিশ্রাম করিতে চলিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)

☆

জীবন দর্শন

সিন্ধু প্রদেশে এক কবিরাজ বাস করতেন। তিনি বিনামূল্যে গরিবদের চিকিৎসা করতেন, এইজন্য সকলেই তাঁকে চাইত। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। একবার কবিরাজ স্বয়ং অতিশয় রোগে পীড়িত হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তিনি আর বাঁচবেন না। আসেপাশের গ্রাম হতে ছোট-বড় সকল স্ত্রী-পুরুষ তাঁকে দেখতে এলেন। সকলে তাঁর খাটের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালেন। সকলের চোখে জল। সহসা কবিরাজ চোখ খুললেন। সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন–"আপনারা কাঁদছেন কেন?" গ্রামবাসীরা বললেন, "আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এখন আমরা অসুস্থ হলে কে আমাদের দেখবে?" কবিরাজ বললেন, "ভগবানের কথা কে বদলাবে? ভগবানের বিধান অলঙ্ঘনীয়। তবে আমি আপনাদের জন্য চারজন কবিরাজ রেখে যাচ্ছি, যারা সর্বদা কিছু না নিয়েই আপনাদের সেবা করবে।" সকলে জিজ্ঞাসা করলেন–"কারা সেই কবিরাজ?" তিনি উত্তর দিলেন–"এই চারজন কবিরাজ হল–প্রথম, সকালে উঠে ব্যায়াম করা। দ্বিতীয়–প্রতিদিন দাঁতন করবে। তৃতীয়–প্রতিদিন স্নান করা আর চতুর্থ–যখন খিদে পাবে, তখনই ভোজন করবে। এই চারজন কবিরাজের কথা মত চললে সর্বদা সুস্থ থাকবে।" এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কবিরাজের চোখ মুদিত হল। কবিরাজের মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁর পরামর্শ মত চলতে লাগল। এতে তারা রোগ মুক্ত হয়ে সুস্থ জীবন যাপন করতে লাগল।

(দৈনিকভাস্কর পত্রিকা হতে উদ্ধৃত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

(পূর্বানুবৃত্তি)

- সুধীর দত্ত

পরস্পরের বিপ্রতীপে দুই জগৎ

অদ্বৈত চরম তত্ত্ব হলেও আমাদের ভূমি দ্বৈতের। কপিলদেব এই তত্ত্বদুটির নাম দিয়েছেন পুরুষ এবং প্রকৃতি। উপনিষদ্ এদের দেখেছেন একই সত্যের দ্বিদলরূপে। এরা একই চেতনার দুটি বিভব। প্রথমটিতে যিনি অবস্থান করেন তিনি গীতার অক্ষর পুরুষ এবং দ্বিতীয়টিতে ক্ষর পুরুষ। শ্রুতিতে এরা বর্ণিত হয়েছে একই বৃক্ষের দুটি শাখায় দুই পাখি রূপে। প্রথম পাখিটি কেবল দ্রষ্টা আর নিচের ডালে পাখিটি কর্তা এবং ভোক্তা। যদিও দ্রষ্টৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব তিনিটিই একই চৈতন্যের অন্তর্গত, সাংখ্য দ্রষ্টৃত্বকে দেখেছেন নিত্য মুক্ত পুরুষ- আর কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বকে রেখেছেন প্রকৃতিস্থ পর পুরুষের ভূমিতে। গীতা ভূমিদ্বয়কে কখনো বলেছেন পুরুষ- অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ, কখনো বা প্রকৃতি- পরা ও অপরা প্রকৃতি। এবং যিনি আলো-আঁধারের এই দুটি ভূমিকে যুগপৎ ধারণ করেও অতিক্রম করে আছেন তিনি পরম পুরুষ।

পরম পুরুষের প্রসঙ্গ এখনও আসেনি অর্জুনের সামনে। আলো আঁধারের জড়াজড়ি আমাদের এই জীবন। অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে আলো অধিকতর প্রোজ্জ্বল হয় বলে গুরু শিষ্যের সামনে স্থিতপ্রজ্ঞের চরিত্রকে স্থাপন করতে চাইলেন অজ্ঞান-তিমিরের বিপ্রতীপে, দিবা ও নিশার রূপকে এবং তাও মাত্র একটি শ্লোকের আয়তন। শ্লোকটির প্রথমার্ধে দেখানো হল অজ্ঞান-মানুষের দৃষ্টিতে জ্ঞানালোক কেমন দেখায় এবং দ্বিতীয়ার্ধে জ্ঞান-দৃষ্টিতে অজ্ঞান ঃ 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী/যস্যাং জাগর্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ' [২/৬৯]।। যা ব্রহ্মভূমি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ যেখানে নিত্য জেগে থাকেন অর্থাৎ দিবসস্বরূপ, অজ্ঞান-জনের পক্ষে তা নিশা। অপরপক্ষে যে-ভূমি অজ্ঞানদের দিবাভাগ অর্থাৎ যেখানে তারা জেগে থাকে এবং ব্যবহার করে, 'পশ্যতো মুনেঃ' চক্ষুষ্মান মুনিজনের তা সুষুপ্তি বা নিশাকাল।

ব্রহ্মভূমি হল উদয়-অস্তহীন নিত্য সূর্যালোক। অজ নিত্য শাশ্বত এবং পুরাণ-ভূমি। এই ভূমিতে মেঘ কুয়াশার আস্তরণ আবরণ নেই। এ হল নিত্য জাগরণ। এখানে সৃষ্টি স্থিতি লয় নেই, উন্মীলন নিমীলন নেই, কাল নেই। অথচ এই নিস্তরঙ্গ ভূমিই সকল তরঙ্গ ও সৃষ্টি-স্পন্দনের উৎস। প্রজ্ঞানের এহেন ভূমিতে যাঁর অবস্থান তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। গুরু এই শ্লোকার্ধে তাঁকে বলেছেন সদা জাগ্রত জ্ঞানচক্ষু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আছেন নিত্য দ্রষ্টার কৈবল্যে। এ যেন মুণ্ডক-শ্রুতির সেই উঁচু ডালের নিত্য সাক্ষিস্বরূপ পাখি। এটি নিত্যশুদ্ধ প্রবুদ্ধ চেতনার স্তর, যা কিনা অজ্ঞান মনুষ্যগণের অগোচর। কারণ তাদের দৃষ্টি অবিদ্যা-কবলিত। নিশাকালে যেমন সব কিছু অদৃশ্য, জ্ঞানীদের এই ভূমি তাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। এ যেন পেঁচার দিবসকালে অন্ধতা। গুরু তাই বললেন, হে অর্জুন জ্ঞানীগণ যেখানে জাগ্রত অজ্ঞানীরা সেখানে ঘুমোন।

এবার বলছেন সাধারণ মানুষদের ব্যবহারভুমির কথা যেখানে তারা স্বচ্ছন্দ ক্রিয়াশীল এবং জাগ্রত। এটি আবরণ-বিক্ষেপের ভূমি। দৃষ্টি এখানে তমের দ্বারা আবৃত এবং রজঃগুণে রঞ্জিত। ফলত, মিথ্যা বা অর্ধসত্যে সত্যের প্রতীতি হয়। এখানে না থাকে আত্মস্বরূপের, না জগতের যথার্থ জ্ঞান। এটি একটি মন কল্পিত বিকল্পের রাজ্য, অনৃত দৃষ্টি নিয়ে সুখে দুঃখে যেখানে কালযাপন করছি আমরা নিচের ডালের সেই পাখিটার মতো যে স্বাদু-কটু বিচিত্র আস্বাদযুক্ত পিপ্পল ভক্ষণ করছে। এই যে ভোগ-ভূমি আমরা যেখানে শ্বাসপ্রশ্বাস নিই গুরু বললেন, যোগীরা একে জানেন। তাঁরা জ্ঞান-অজ্ঞান উভয়কেই জানেন। কিন্তু তাঁরা একে জানেন নিশার মতো অজ্ঞানভূমি বলে। শ্রুতি একে বলেছেন- অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। কেননা এখানে যে জাগরণ তা অহং-এর অজ্ঞানে, আত্মার নিত্য জ্যোতিতে নয়। (ক্রমশঃ)

☆

বিনয় সরকার রচিত "লীলা বিগ্রহ মা আনন্দময়ী ও জ্যোতি গোপাল দর্শন" নামক একটি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থে অপার মাতৃমহিমার বহু অজানা অসাধারণ ঘটনা-বলীর সুন্দর বর্ণনা আছে, যা পড়ে পাঠকবর্গ আনন্দ পাবেন।

প্রাপ্তিস্থান :- শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সকল আশ্রম সমূহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রাবন্ধুর ডায়েরী হতে উদ্ধৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জগন্নাথ দেবের বুকের ভিতর যে কৌস্তুভ মণি থাকে তা কি করে প্রথম সংগৃহীত হয়েছিল। পাণ্ডার ছেলে তার শ্বশুরকে follow করে সরষের দানা ফেলে পথ চিনে যায়। যেখানে যে বৃক্ষের তলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তিম শয়ন করেছিলেন, সেই গাছের ভিতর কৌস্তুভ মণি সুরক্ষিত ছিল। একটি পারিজাত ফুল ও প্রতি নবকলেবরে এর সঙ্গে দেওয়া হয়- কৌস্তুভ মণি কেউ দেখতে পারে না- তবে পারিজাত ফুল রাজাকে পাঠানো হয় একদম সদ্য প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে এই ১২ বছর। জগন্নাথ দেবের দারু কাষ্ঠ হচ্ছে অস্থি- তারপর কাপড় মাংস ভাবা হয় ও সূতো পেঁচিয়ে জড়ানো হয় স্নায়ু ও শিরা হিসাবে- তারপর আবার কাপড় জড়ানো হয় তা হলো চর্ম। স্নান যাত্রায় নবকলেবরের সময় স্নান করানো হয় মূর্তিকে- তখন কাপড় ভিজে ফুলে ওঠে তাই জ্বর হয়েছে বলা হয়। ১৫ দিন মন্দির বন্ধ থাকে। আরোও কত মজার মজার গল্প মা এই প্রসঙ্গ নিয়ে করছিলেন। কোন কুয়াতে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় ইত্যাদি- পাণ্ডা স্বপ্ন পায় কোন গাছের কাঠে মূর্তি তৈরী হবে ইত্যাদি সব মা বললেন।

মন্দিরের ভিড় কমতে আমরা মার পিছনে ঢুকলাম। মা কোন বিগ্রহদর্শনে গেলে ভেজা তোয়ালে সর্বদা সঙ্গে রাখা হয়। ওরা বলে ভীড়ে মার গরম হবে- কিন্তু কোলকাতায় তো এত ভীড় মাকে তখন তো এমন precaution নেয়না কেউ। আমি স্পষ্ট দেখলাম যে মা যখন জগন্নাথ দেবের শয্যা স্পর্শ করে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকলেন ও first মা ও তাঁর (জগন্নাথ দেবের) দৃষ্টি বিনিময় হল। মার এক অপূর্ব মুখের ভাব যেন দুজনে এক হয়ে গিয়েছেন। তাড়াতাড়ি বুনিদির কাছ থেকে তোয়ালে নিয়ে মুখ মাথা মুছলেন। বোধহয় মার শরীর গরম হয়ে গিয়েছিল। কী জানি- এসব কতটুকু আমরা বুঝি। মা গিয়ে জগন্নাথ দেবের বেদীর কাছে যে ঘট ছিল তা নিয়ে জড়িয়ে ধরে গাল ছোঁয়ালেন। বুনিদি মাকে জড়িয়ে প্রণাম করলো- আমি মাকে ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তড়িৎ বেগে মা বেড়িয়ে এলেন। আমাদের পরিক্রমা করতে বললেন। আমরা গরুড় স্তম্ভ ও মহাপ্রভুর তিন অঙ্গুলির ছাপ দেখে মার কাছে এলাম। মা দণ্ডায়মান। মাকে চরণ ছুঁয়ে (অলক্ষ্যে) প্রণাম করলাম- এই তো সচল জগন্নাথ স্পর্শ। মা আশ্রমে ফিরে এসে বলেছিলেন যে দেখছিলাম যখন ঢুকছি যেন জগন্নাথ দেব এগিয়ে এলেন ডান দিকের দরজার কাছে- মুখটি কিন্তু ঠিক দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণের।

হায় আমাদের পোড়া চোখে- এমন ঠুলি মা তুমি দিয়েছ যে কিছুই তা ভেদ করে দেখতে পাইনা।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের অধ্যাত্মবাদ
কর্মযোগ

- ডঃ নলিনী ব্রহ্ম

চিত্তনদী উভয়তঃ বাহিনী-ইহাতে যেমন কল্যাণের স্রোত আছে তেমনই পাপের স্রোতও আছে। সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে পাপের স্রোতকে বন্ধ করিয়া দিয়া কল্যাণের স্রোতকে বহিতে দেওয়া। রজঃ তমঃর স্রোত হইতেছে পাপের স্রোত, আর সত্ত্বের স্রোত হইতেছে কল্যাণের স্রোত। মানুষের মধ্যে যেমন রজঃ তমঃ গুণসম্ভূত আসুরী বৃত্তি আছে তেমনই সত্ত্বগুণ-প্রসূত দৈবী বৃত্তিও আছে। ভগবান্ মানুষকে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন সত্য কিন্তু তিনি তাহাকে ডুবাইয়া দেন নাই। তাহার উদ্ধারের উপায় তিনি সর্বদাই তাহাকে দিয়া দিয়াছেন। সত্ত্বই হইতেছে ভগবানের সহিত মানুষের সংযোগ-সূত্র। এই সত্ত্বসম্পদই মানুষের দৈবী সম্পদ। সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে সত্ত্বকে ফোটানো। সাত্ত্বিক কর্ম করিতে করিতে, সাত্ত্বিক বস্তুর সেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ সত্ত্বের বৃদ্ধি হইতে থাকে। যেমন যেমন সত্ত্ব বাড়িতে থাকে তেমন তেমন রজঃ তমঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। একটি গুণের প্রাদুর্ভাব হইলে অপর দুইটি গুণের অভিভব হয়। রজঃ তমঃ বৃত্তিকে ক্ষীণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে সত্ত্বের বৃদ্ধি ঘটান। কর্ম হইতেছে সর্বনিম্ন সাধন। যতদিন বহিঃপ্রকোষ্ঠে ততদিন কর্ম, যতক্ষণ দ্বন্দের ভূমিতে অবস্থিত ততক্ষণ কর্ম, যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি ততক্ষণ কর্ম। কর্মের প্রয়োজন হইতেছে পরস্পর-বিরোধী দ্বন্দের ভূমি হইতে উর্ধ্বে অবস্থিতির জন্য, বিরোধের সমতার জন্য। সত্ত্বের মধ্যে সাম্যাবস্থার, সমতার অনুভব পাওয়া যায়। তাই গুণের ভূমিতে সত্ত্বের স্পর্শ বা সাত্ত্বিক অনুভবই সমতার অনুভব, গুণের ভূমির পারে যে পরম সাম্যাবস্থা, নির্গুণভূমির যে নির্দোষ সমতা বা পরমাশান্তি তাহা এই সাম্য হইতে অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত। পরে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব। কর্মভূমির সর্বপ্রধান কাজ হইতেছে কর্মকে অকর্ম করিয়া তোলা। সকল কর্মকে যজ্ঞকর্মরূপে দর্শন করা যজ্ঞার্থ কর্ম বন্ধনের হেতু হয় না, যে কর্ম যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত হয় না তাহাই বন্ধনের হেতু হয়। যে ব্যক্তি শুধু নিজের ভোগের জন্য অন্নসংগ্রহ করে এবং অন্নপাক করে সে ব্যক্তি অঘায়ুঃ, সেই ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির জীবন নিষ্ফল। আর যে মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবন পরার্থে উৎসৃষ্ট হয়, যিনি জগৎচক্রের অনুবর্তন করেন, অর্থাৎ পর্জন্য যেমন নিজেকে উৎসর্গ করিয়া অন্ন সৃষ্টি করে এবং অন্ন যেমন নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ভূত সৃষ্টি করে, তেমনি যিনি নিজেকে বিলাইয়া দিয়া স্রষ্টার জগদ্ ব্যাপারের সহায়তা করেন, তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া যায়। ত্যাগাত্মক কর্মই যজ্ঞকর্ম। এই যজ্ঞকর্মে বন্ধন হয় না, কারণ এখানে নিজের দেহপিণ্ডই কর্মের লক্ষ্য নহে, সমস্ত জগদ্ ব্যাপার যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে উদ্ভূত, সেই জগদ্ যোনিই এখানে কর্মের লক্ষ্য। তাই এখানে কর্মের ভোগজননত্ব থাকে না। যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ রাগদ্বেষ থাকে। রাগদ্বেষমূলক কর্মই বন্ধনের হেতু হয়। এই রাগদ্বেষ রজোগুণসম্ভূত। ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে রাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ স্বাভাবিক। এই রাগদ্বেষের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, দেহাত্মবুদ্ধির উপরে উঠিতে হয়। 'আমি' বলিতে যে কেবল দেহপিণ্ডটি নহে, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিই যে আমার সর্বস্ব নহে, ইহা বেশ করিয়া বুঝিয়া ইন্দ্রিয়জয় এবং ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির মূলীভূত কামরূপ মহাশত্রুকে জয় করিয়া আত্মানুভূতিতে উঠিবার চেষ্টা করিতে হয়। একদিকে যেমন বিচারের দ্বারা লক্ষ্য স্থির করিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি অভ্যাসের দ্বারা, সত্ত্ববৃত্তির অনুশীলন দ্বারা, যাহাতে রজঃ তমঃর বশীভূত না হইতে হয়, যাহাতে রাগদ্বেষের বশে না যাইতে হয় তাহার চেষ্টা করিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে রাগদ্বেষবৃত্তিকে ক্ষীণ করা এবং সত্ত্ববৃত্তির উদ্রেক বা অভ্যুত্থান করানই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য। কর্মস্তরের সাধনার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। (ক্রমশঃ)

☆

বিশেষ সূচনা

আনন্দস্বরূপেষু,

এতদ্দ্বারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর ভক্তদের প্রতি আবেদন করা যাইতেছে যে দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশার রূপ দিতে পুরী আশ্রমের প্রাঙ্গণে একটি অতিথি নিবাসের নির্মাণ কার্য শুরু করা হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে ভক্তবৃন্দের কাছে আমাদের আবেদন যে সকল উদার হৃদয় শুভার্থী ভক্তবৃন্দ এই মহৎ কার্য পূরণের জন্য আর্থিক সাহায্য দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন তাঁহাদের অনুদান (চেক, ড্রাফ্ট অথবা নগদে) শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, পুরী, স্বর্গদ্বার, উড়িষ্যা- এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদের জন্য নিজ নিজ নাম ঠিকানা যথাযথ ভাবে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে।

জয় মা।

নিবেদক

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, পুরী

আশ্রম কমিটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর্মদার ডাকে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

-ব্রহ্মচারিণী চন্দন

১৩-১১-২০১২

সকালে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ায় মহন্তজী জানালেন – "আজ নৌকা ছাড়বে।" প্রথম আমাদেরই নৌকা সমুদ্রে ভাসবে কারণ আমরা এখানে প্রথম এসেছি। এখানকার এই নিয়ম। পরিক্রমাবাসী সবাই তৈরী হয়ে রওনার জন্য প্রস্তুত। খানিকটা পথ গাড়ী করে আসা হল। তারপর নৌকা ঘাটের জন্য আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম। গাড়ী চলে গেল। নর্মদার পুল পার হয়ে গাড়ী ঐ স্থানেই থাকবে যেখানে নৌকা হতে নামা হবে। সমুদ্রযাত্রা তো নর্মদা অতিক্রমণ করা হবে না বলেই। যাই হোক মহন্তজী নিজে এসে আমাদের নৌকায় বসালেন। তার নির্দেশে প্রথম নৌকা সমুদ্রে ভাসল। তিনি হাত তুলে জয় নর্মদা বললেন। আমরাও 'নমো নারায়ণায়' বলে প্রণাম জানালাম। সমবেত 'হর নর্মদে' ধ্বনিতে মুখরিত নৌকা চলল। বেশ ভাল লাগছিল সমুদ্র যাত্রা। সমুদ্র ও নর্মদা সঙ্গমে পূজা হল। সমুদ্রে ভাটা আসায় নৌকা গন্তব্য স্থানের আগেই থামল। কি মুশকিল অবস্থা কি করি। নৌকা হতে নামতেই বুক পর্যন্ত জল। পা দুটো দলদলে ফাঁসা - চলা যায়না। লম্বা মানুষরা কোনমতে পার হয়ে গেল। গলা পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে ভাবছি - " একি অবস্থা করলে মাগো। যদি ডুবে যাই সবই ব্যর্থ হবে। মরতে ভয় নেই কিন্তু এভাবে জলে ডুবিও না।" এর মধ্যে দেখি কি একজন লম্বা লোক এসে আমাকে বলছে "কাঁধে হাত দিন।" আমি জানালাম "তা পারবো না।" তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হাত দুটো ধরে টানতে আরম্ভ করলেন। নীচে পা গুলো পাথরে লাগছে, হাত দুটো টানায় ব্যথা। নীচে জল কি যে অবস্থা অভাবনীয়। লোকটি পারে উঠিয়ে দিয়েই চলে গেল। তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হল না সঙ্গীয় বিজয় শর্মাজী ও তার স্ত্রী বুক পর্যন্ত দলদলে ফেঁসে কাতর ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই ভদ্রলোক দুজনকে দুহাতে টেনে উঠিয়ে টানতে টানতে পারে তুললেন, এবং এমন ভাবে চলে গেল যেন কিছুই হয়নি। ধন্যবাদের পরোয়া নেই তার। এটা তো মানুষের মনুষ্যত্ব বিপদে সাহায্য করা।

কিছুটা চলে মিঠিতালাও পৌঁছানো গেল। এখানে প্রচুর জল। অনেকেই হাত পা ধুয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নিল। মন্দিরে যাওয়ার পথে দেখা গেল - এক ভদ্রমহিলা সকলকে গরম গরম কাড়া দিচ্ছেন পান করার জন্য। মন্দিরে প্রণাম করে আসার পথে এক ভদ্রমহিলা আমাদেরও কাড়া পান করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন অনেকরকমের জড়িবুটি দিয়ে তৈরী, যা পানে সমুদ্রে পার হওয়ার কষ্ট ও পায়ে ব্যথার আরাম হয়। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ীতে বসলাম। 'জয় নর্মদে' বলে ছুটতে আরম্ভ করল গাড়ী। মনে হল যেন দুপাশের গাছ গুলোও যেন দৌড়াচ্ছে। গাড়ীতে বসে থাকা ও ভাবনা এছাড়া তো কোন কাজ নেই। ভাবনারও অনেক সময়। ভাবছি নর্মদা পরিক্রমায় বহু বিঘ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটে, কারণ "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।" আমাদেরও বিঘ্ন এসেছে। আমরা বিপত্তিতে দিশেহারা-বিশ্বাসহারা-অস্থির হই। ভুলে যাওয়া হল - বহু বিঘ্ন এলেও যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও উদ্যম রাখা যায় তবে তিনি সেই বাধায় হাত প্রসারিত করে শুভযাত্রাপথকে আলোকময় করেন বিশ্বাস হারালেই বিপদ। কেবলমাত্র বিশ্বাসেই বিপদ মুক্ত হওয়া যায়। এখানেও তো তাই হলো। তবু কেন ধৈর্যচ্যুত হওয়া। (ক্রমশঃ)

☆

উৎসব - সূচী

১. শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব - ১৪ই এপ্রিল, ২০১৫

২. শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গাপূজা - ২৫শে মার্চ হতে ৩০শে মার্চ, ২০১৫

৩. শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা - ২৭শে মার্চ, ২০১৫

৪. অক্ষয় তৃতীয়া - ২১শে এপ্রিল, ২০১৫

৫. আদি জগদ্ গুরু শ্রী শঙ্করাচার্যের জয়ন্তী - ২৩শে এপ্রিল, ২০১৫

৬. বাবা ভোলানাথের নির্বাণ তিথি - ২৬শে এপ্রিল, ২০১৫

৭. বুদ্ধপূর্ণিমা - ৪ঠা মে, ২০১৫

৮. শ্রীশ্রী মায়ের জন্ম তিথি পূজা - ৮ই মে, ২০১৫

৯. শ্রীশ্রী গঙ্গা দশহরা - ২৮শে মে, ২০১৫

১০. গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব - ৩১শে জুলাই, ২০১৫

১১. শ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর নির্বাণ তিথি - ২৩শে জুলাই, ২০১৫

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপোভূমি দর্শন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

- ডঃ সুচরিতা ঘোষ

দিদি মায়ের সেবা নিয়ে মায়ের সাথে বিভিন্ন আশ্রমে থাকেন। মা খুব স্নেহ করতেন। মায়ের আদর খাওয়ার সঙ্গে কিন্তু প্রয়োজনমতো শাসনও চলত। মায়ের জন্মদিনে নিজে তিনি কখনো কাঁথা বানিয়ে দিয়েছেন, কখনো বালিশ তৈরি করে দিয়েছেন। অর্থাৎ সব জাগতিক কর্মে নিপুণতার শিক্ষা তো চলছিলই তার সঙ্গে আধ্যাত্মিক পথের জন্য জপ, ধ্যান, গীতাপাঠ, মৌন ইত্যাদি সবই মায়ের নির্দেশমতো যথাসাধ্য করেছেন। একবার শ্রীমায়ের আদেশে দেরাদুনে, তিন তলার মৌনঘরে একদম একা থাকার নির্দেশ এল। তখন মনে হয়েছিল মা কাছে না রেখে এভাবে একা থাকার শাস্তি কেন দিলেন? কিন্তু এখন অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে সেদিনের একান্তে থাকার সাধনাটুকু না করিয়ে নিলে এখন এই ভাবে দিনের পর দিন একা থাকা বোধহয় সম্ভবই হত না। সেই ঘরে সম্পূর্ণ একা থাকার কারণে বাধ্য হয়েই মৌন থাকতে হত। শুধু খুব ভোরে আশ্রমিকরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই একবার প্রাত্যহিক কর্ম ও স্নান ইত্যাদির জন্য কলঘরে যাওয়া। পরে যখন খাবার আসতো তখন বেল বাজতো। মেয়েটি খাবার রেখে চলে গেলে তবে দরজা খুলে খাবার নেওয়া হতো। আশ্রমের কেউ তাকে দেখতে আসতো না। এমনকী মা-ও আসতেন না। প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হত, কাঁদতেন, কিন্তু পরে সব অভ্যাস হয়ে গেল। ধ্যান, জপ, শাস্ত্র পড়া এসব নিয়েই দিন কেটে যেত। প্রায় এক মাস পরে হঠাৎ একদিন দেখেন আশ্রমটি একেবারে যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মোটরগাড়ির আসাযাওয়া নেই, আর মানুষের চলাফেরাও প্রায় নেই। তিনি বুঝলেন যে মা সবাইকে নিয়ে কোথায়ও নিশ্চয়ই চলে গেছেন। পরে শুনেছেন, সেই সময় মা সত্যই সবাইকে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়েছিলেন। এই সময় একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরে দেখলেন সত্যই আশ্রমে দিদি নিজে ছাড়া মাত্র একজন রান্নার কাজের লোক ছিল। এতে দিদির আরও মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই করার নেই। প্রায় পনেরো দিন পরে মা সবাইকে নিয়ে ফিরে এসেই গোপালপ্রিয়াদিদিকে দেখতে এলেন। দিদি তখন অভিমানে মাকে জড়িয়ে খুব কাঁদলেন আর মাও অনেক আদর করলেন। মায়ের স্পর্শে তাঁর সব দুঃখ চলে গেল। মা-ও তাকে বোঝালেন যে এসমস্ত তিনি দিদির মঙ্গলের জন্যই করেছেন। আর একবার এই ভাবে মা দিদিকে মৌন ঘরে রেখে অন্য স্থানে চলে গেছেন। বেশ কিছুদিন পর মা ফিরে দিদিকে যখন ডেকেছেন দিদি প্রণাম করতেই মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহঃ! বেশ সুন্দর লাগছে। তুমি আর কিছুদিন মৌন ঘরে থাক।" শুনে দিদি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। পাশে গুরুপ্রিয়াদি ছিলেন। মা গুরুপ্রিয়াদিকে বললেন, "দেখো ও কেমন সংসারী মানুষদের মত মায়ার কান্না কাঁদছে।" গুরুপ্রিয়াদি মাকে দিদির হয়ে বললেন, "ও তো তোমার জন্যে কাঁদছে।" মা তখন বললেন "দিদি এই শরীরটা দিয়ে যা হয় তা তো ওদের কল্যাণের জন্যেই।" শান্ত হয়ে দিদিকে মৌন ঘরে গিয়ে আবার থাকতে হল। মৌন ভঙ্গের পর দেরাদুনে দিদি মেয়েদের ওপরের ঘরে আছেন। নীচের হলে নিত্য সৎসঙ্গ হত। সকলকে সেখানে যোগ দিতে হত। একদিন সৎসঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। কোনো কারণে দিদি সময়মত সৎসঙ্গ হলে পৌঁছাতে পারেননি। ওপর থেকে নীচে নামার দু-দিকে দুটো সিঁড়ি। দিদি সাধারণত যে- দিক দিয়ে নামতেন সেই দিকে নীচে মা পায়চারী করছিলেন দেখে দিদি অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে পিছনের দরজা দিয়ে হলে ঢুকতে যাবেন, দেখেন একেবারে সামনে মা দাঁড়িয়ে। একঘর লোকের সামনে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে দিয়ে কেন এলে ?" বলতেই হল " দেরী হয়ে গেছে বলে মায়ের সামনে দিয়ে না এসে পেছন দিয়ে আসতে চেষ্টা করছিলাম।" মা সকলের সামনেই বললেন, "এই জীবনে লুকিয়ে কিছু করা নয়, সবটাই সামনে থেকে করবে। সামনে দিয়ে এসেও তো একথাটা বলা যেতো।" এই ভাবে আমাদের গড়ে নেবার জন্যে শ্রীমায়ের শাসন, আবদার দুই-ই আমাদের ওপরে সমানভাবে চলত।

একবার মা পুনা যাবেন। কে মায়ের সঙ্গে যাবেন এই নিয়ে সেবিকাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন বললেন যে মায়ের চিঠিপত্র লেখার কাজ তো গোপালপ্রিয়া করতে পারবে না, ও তো ভালো করে যুক্তাক্ষরটা লিখতে পারেনা, আমাদেরই নিশ্চয়ই মা সঙ্গে নেবেন। পরে সকলে যখন মায়ের সামনে আছেন তখন মা বললেন, "গোপালপ্রিয়াও ভাল লেখাপড়া জানে না আর এই শরীরটাও তেমন লেখা পড়া করে নাই। ওই আমার সঙ্গে যাক।" সেবারে পুনাতে দিদির বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। ওখানে একসময়ে মা মৌন ছিলেন। তখন মায়ের কাছে যে-সব চিঠি আসত দিদি তা পড়ে শোনালে শ্রীমা তার উত্তর দিদির হাতে চেটোর ওপরে আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিতেন দিদি তাই দেখে বুঝে চিঠির উত্তর দিতেন। যেগুলি হিন্দিতে উত্তর দিতে হবে, সেই লেখাগুলি ভাস্করদার কাছে পাঠাতে বলতেন। পরে আর হাতের তালুতেও আঙ্গুল দিয়ে লিখতে হত না। মা সামনের আকাশের ওপরেই লিখতেন দিদি তাই দেখে বুঝে উত্তর দিতেন। এই সময়ে একদিন কেউ শ্রীমায়ের শুকনো শাড়ি-কাপড়গুলি তুলে এনে পাট করে দিয়েছেন। মা দিদিকে বললেন, "দেখো সবসময়ে সকলের সেবা শরীরটা নিতে পারে না। এগুলো তুমি করে নিতে পারো না ?" দিদি বললেন "হ্যাঁ মা পারি।" মায়ের বাথরুমের পাপোশ আশ্রমের অন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন পরিষ্কার করে দিতেন। মা বললেন, "ওটাও তুমি করে নিও।" এভাবে মা টেনে নিজের সমস্ত সেবাটি দিদিকে দিয়ে তখন করিয়ে নিয়েছেন। শ্রীমায়ের রান্না ওই সময়ে কন্যাপীঠের গীতাদি করতেন।

(ক্রমশঃ)

☆

পাদপীঠম্ স্মরামি

সিদ্ধপীঠ সিদ্ধেশ্বরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(তিন)

- ব্রহ্মচারিণী গীতা

মায়ের শ্রী মুখের অমৃত বাণী

সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে তখন প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কীর্তন হত। একবার মা বসে আছেন। ভক্তরা চারদিকে মাকে ঘিরে। মা কোন বাড়িতে গেলেন বা কোন বাড়ীতে গেলেন না এই সব নিয়ে আলোচনা করে ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আনন্দ এবং দুঃখের অনুভূতি লাভ করছিলেন। গতাগতির বাইরে চিরন্তনী মা তাঁদের সংসারের মা রূপে গ্রহণ করার এই ফল তবু তাঁরা পরম ভাগ্যবান। সকলের দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করে এই প্রসঙ্গে মায়ের শ্রী মুখে নিঃসৃত হল অমৃতবানী - "এখানে এসেছ সকলে। দ্বেষ, হিংসা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর। হিংসা, নিন্দাই যদি করতে হয় তবে এখানে এসে লাভ কি?" পরে একটু দৃঢ় ভাবে বললেন, "আমি তো তোমাদের মেয়ে, তবে তোমরা 'মা' বলে ডাক। যদি সত্যই তাই মনে কর তবে আমি যখনই যেখানে থাকি জেনো যে তখনকার জন্য সেই স্থানটি আমারই - কাজেই তোমাদের সকলেরই। এই কথাটি ঠিক মনে রেখ।"

পরে মা আরোও বললেন, "যে যে এখানে আসে সকলকেই তৈয়ার হতে হবে। এখন পর্যন্ত তো কিছুই না, মাটিতে কোদাল পড়েছে মাত্র কত সইতে হবে, কত ঝড় উঠবে, সেই বাতাসে যারা যাবার যাবে, যারা থাকবার থাকবে।" সকলের হৃদয়েই মায়ের বাণী স্পর্শ করল গভীর ভাবে।

সেদিন মা সকলকে বললেন, "আমি যখন এসে এখানে বসব, তখন যে যা প্রশ্ন করবে, আমি তার উত্তর দেব, অন্য সময় দেব না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোত্তরের পর কীর্তনের সময় সেদিন মার অপূর্ব মহাভাব হয়েছিল। আর একদিন সিদ্ধেশ্বরীর আসনে বসে মায়ের মুখ দিয়ে অপূর্ব স্তোত্র নির্গত হতে লাগল। মায়ের আলৌকিক ভাব, পরে মা বললেন, "আমি দেখছি সব এক। যিনি আত্মস্বরূপ, শিব স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, তাঁর কাছে এক ছাড়া দুই কোথায়?" মায়ের কথা, "দুইয়ের প্রশ্নই নেই, যেখানে এক আত্মা বিশ্বব্যাপক।" অধরং মধুরং বদনং মধুরম্।

সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের পুনর্নির্মাণ

সিদ্ধেশ্বরীর ছোট ঘরটি পুরানো হয়ে গিয়েছিল। তাই অখণ্ডানন্দ স্বামীজী সকলের ইচ্ছায় সবটুকু জমি নিয়ে দুইটি বড় ঘর বানালেন। এই জমিটি সিদ্ধেশ্বরী কালী বাড়ীর মহন্ত শ্রী মতিলাল গোস্বামীর কাছ থেকে নেওয়া হয়। এবার মা সেই নির্দিষ্ট স্থানটি সম্বন্ধেও বলে দিলেন, "ওই স্থানটি এতদিন গহ্বরের মত ছিল, কিন্তু দেখছি স্থানটি কেউ রক্ষা করতে পারবেনা।" এই বলে মা নিজের হাতের মাপে যেভাবে বেদি হবে বলে দিলেন। সেই মাপেই বেদি হল।

মায়ের লৌকিকতার আড়ালে অলৌকিক মায়ের জন্মোৎসব

সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে পরপর দুই বৎসর মায়ের উপস্থিতিতে লৌকিকতার আবরণে মহা অলৌকিক মায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান।

প্রথম বারের উৎসবের সময় তিথি পূজার দিন রাত ১০টা থেকেই মা সমাধিস্থা। দিদিমার কোলে শায়িতা রয়েছেন। মা নিজের গলার মালা থেকে একটি ফুল অনেকক্ষণ নিজের হাতে রেখেছিলেন। শেষরাত্রিতে ঠিক মায়ের আবির্ভাবের ক্ষণটিতে মার সেই হাতটি ধীরে ধীরে দিদিমার পায়ের কাছে গেল। সব কিছু আপনা থেকেই হয়েছে। ফুলটি দিদিমার পায়ে পড়ল। তিথি পূজার পরদিন সকালে দাদামহাশয় কীর্তন করছিলেন। মা তাঁকে ডেকে নিজের গলা থেকে মালা খুলে তাঁর গলায় পরিয়ে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। বিশ্বজননী নিজ জনক জননী কে প্রণাম করে জগত কে শিক্ষা দিয়ে গেলেন যে মা বাবা সর্ব অবস্থায় সর্বত্র সর্বদা চির প্রণম্য। "মাতৃ দেবো ভব পিতৃ দেবো ভব।" তৈত্তিরীয়োপনিষদ ।। ১/১১/২ উপনিষদের এই বাণী লৌকিক খেলাচ্ছলে পিতা মাতাকে প্রণামের মধ্যে দিয়ে জগন্মাতা সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তদের সামনে দৃষ্টান্ত রাখলেন।

বাবা ভোলানাথের বিচিত্র দর্শন

একবার সিদ্ধেশ্বরীতে মা কালীর মন্দিরের আসনে বসে বাবা ভোলানাথ একটি ছিন্নমুণ্ডা মায়ের মহামূর্তি দর্শন করলেন। মাকে বলায় মা তাঁকে তারাপীঠ পাঠালেন সাধনা করতে। মা কিন্তু এর আগে তারাপীঠ যাননি। কখনও তারা মায়ের মূর্তির সম্বন্ধে জাগতিক দৃষ্টিতে কিছু শোনেনওনি। মাতৃ নির্দেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারাপীঠে গিয়ে ভোলানাথ দেখলেন তারা মায়ের রূপার আলাদা মাথা যা রাত্রিতে শয়নের সময় খুলে রাখা হয় আবার পরদিন স্নানের পর মাথাটি পরিয়ে মাকে সাজানো হয়। তারা মাকে দর্শন করে ভোলানাথ বুঝতে পারলেন যে এই মূর্তিই তিনি সিদ্ধেশ্বরীর কালী মন্দিরে বসে দর্শন করেছিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে মা কালীর প্রতিমার সেবা পূজা

শাহবাগে ১৯২৬ সনে দীপান্বিতা উপলক্ষে যে কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রতিমা মায়ের খেয়ালে বিসর্জন দেওয়া হয়নি। সেই প্রতিমা শাহবাগ থেকে সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রদ্ধেয় যোগেশ ব্রহ্মচারী, কমলাকান্তজী, অতুল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ছিলেন। এঁরাই কালী প্রতিমার সেবা পূজা করতেন। যজ্ঞাগ্নি ও কালী বাড়ীর সামনে অশ্বত্থ বৃক্ষের তলাতে কুণ্ড করে রাখা হয়। এই যজ্ঞাগ্নি সাধারণ ভাবে প্রজ্বলিত অগ্নি নয়। মায়ের খেয়ালে এই অগ্নি স্বয়ং প্রকাশিত হন। এই অগ্নি ১৯২৬ সালে স্বয়ম প্রভারূপে প্রকাশিত হন। (কঠোপনিষদ্) এই অগ্নিই মায়ের নির্দেশে বারাণসীতে আশ্রমে এখনও রক্ষিত আছেন ও নিত্য গায়ত্রী যজ্ঞ হয়। এই অগ্নিতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ অবধি মায়ের বিখ্যাত সাবিত্রী যজ্ঞ হয়। সেই অগ্নিই অনির্বাণ ভাবে কনখলে নিত্য পূজিত হন। মায়ের নির্দেশে কনখলেও ওই অগ্নি গায়ত্রী রূপে ও আনন্দজ্যোতি রূপে নিত্য রাধিত-আরাধিত হন।

আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা

অধুনালুপ্ত রমনা আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের শুভ পদার্পণ হয়েছিল ১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৬, ইংরাজী ১৯২৯ সনের ২রা মে শুভ দিনে। সেবার জন্মোৎসব যদিও সিদ্ধেশ্বরীতেই পালিত হয় তবে উৎসবের শেষেই রমনা আশ্রমে চলে যান এবং সিদ্ধেশ্বরী হতে মা কালীর প্রতিমা ও যজ্ঞাগ্নি রমনা আশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯৩২ সনে চিন্ময়ী নিত্য সনাতনী মায়ের লৌকিক জন্মোৎসবের সময় সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমের অতি পবিত্র বেদির উপর কৃষ্ণবর্ণের শিব লিঙ্গের স্থাপনা করা হয়। বাবা ভোলানাথই নিজে শিবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন: (ক্রমশঃ)

☆

"ভগবান যা করেন সবই মঙ্গল - মানুষের তা বোঝা কঠিন। তাই নিজের বাসনা পূর্ণ না হলে দুঃখ হয়। অনেক সময় সদ্ ইচ্ছা, শুভকর্মের মধ্যে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু মনে রাখা কিসের ভিতর দিয়ে তিনি আমাকে নিচ্ছেন। আমি তো জানি না - তিনি দয়াময়, করুণাময়, সর্বক্ষণ আমাকে করুণাই করছেন।"

শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

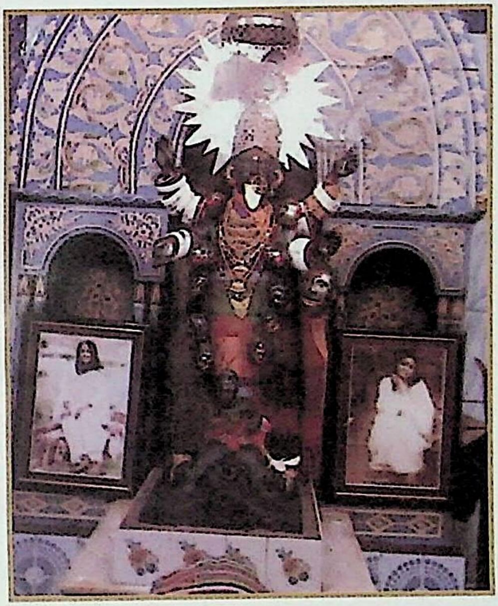

শ্রীশ্রী মা কালী সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

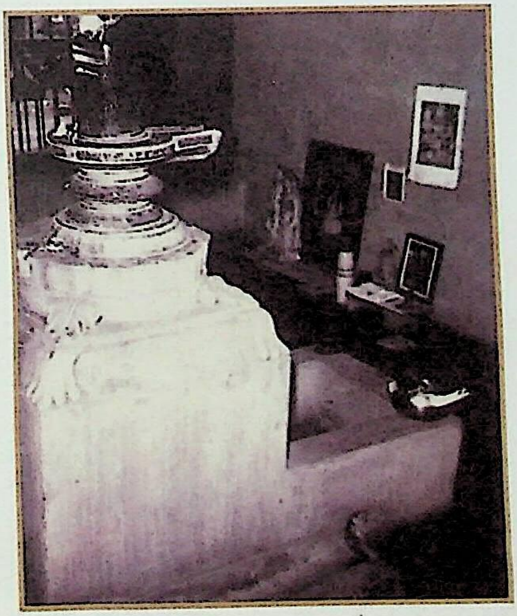

সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শিব লিঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

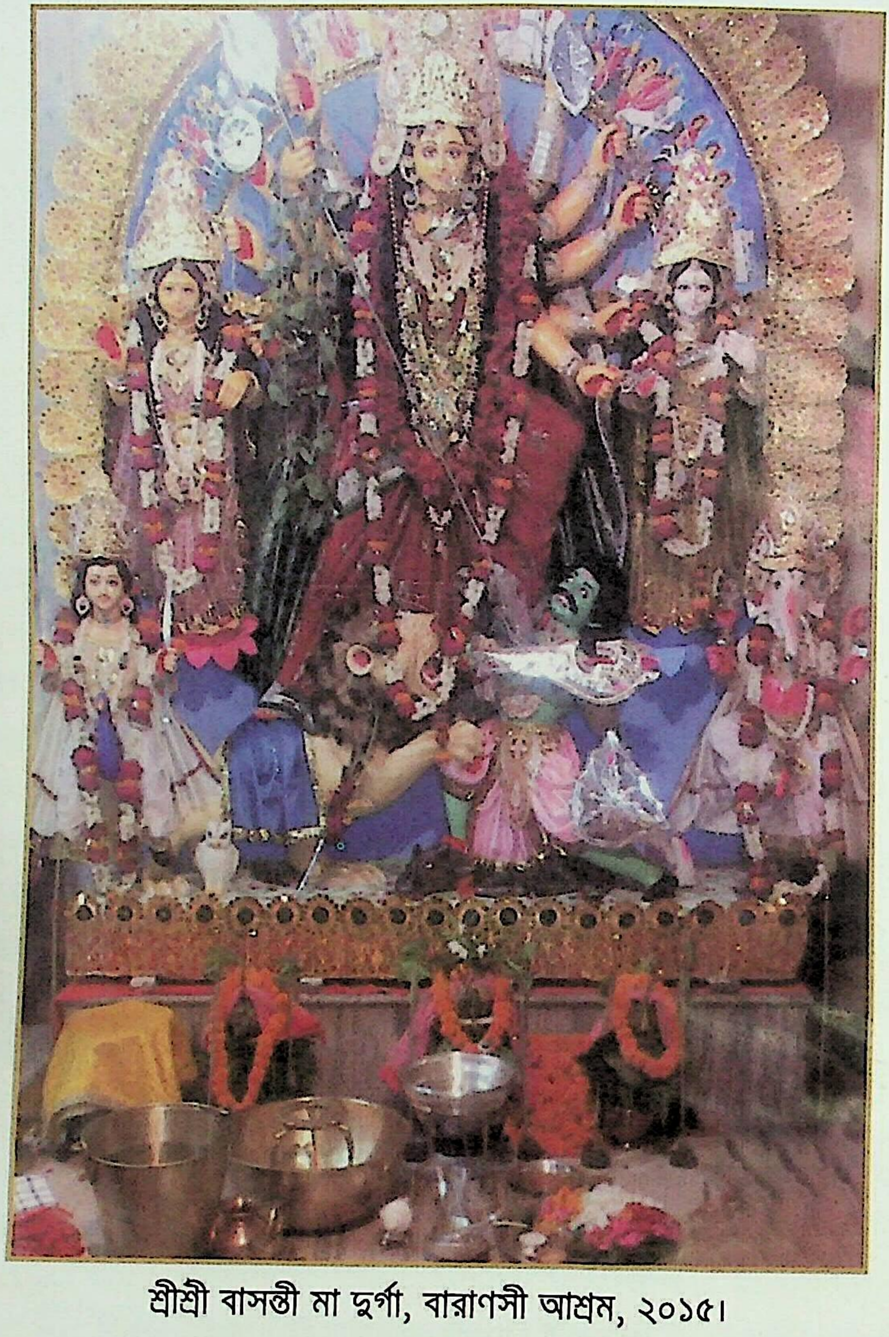

শ্রীশ্রী বাসন্তী মা দুর্গা, বারাণসী আশ্রম, ২০১৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ

- ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য

সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।

প্রতি বৎসরের মত এবারও শ্রীশ্রী মায়ের বারাণসী আশ্রমের প্রাঙ্গণ শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজার উপলক্ষ্যে পবিত্র ঢাকের বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল। সকলের প্রাণমন আনন্দে উল্লাসে নেচে উঠল। চণ্ডী মণ্ডপের বেদীতে মা বাসন্তীর সুন্দর উজ্জ্বল প্রাণবন্ত প্রতিমা দর্শনে সকলেই পুলকিত তনু মনে দেবীর সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করলেন। প্রায় ৭১ বৎসর পূর্ণ হল এই পূজার। মায়ের কৃপায় ১৯৪৪ হতে প্রতিবৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে এই বাসন্তী পূজা কাশী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ বৎসর কিছু বিশেষতা ছিল। সমস্ত কাশী নগরীই যেন মায়ের পূজায় মেতে উঠেছিল। অসিঘাট থেকে সকাল সন্ধ্যায় কীর্তন শোনা যেত। কারণ রাষ্ট্রীয় সন্ত মোরারী বাপু অসিঘাটে বিরাট সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে গঙ্গার তীরে প্রাতে ৯:৩০ মিনিট হতে দুপুর ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত এবারে চৈত্র নবরাত্রির মধ্যে ২১শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ, ২০১৫ ৯দিন রামায়ণের অমৃত কথামৃত পান করিয়েছেন। কাশী বাসীরা সকলেই আনন্দে মগ্ন থাকতেন। নবরাত্রির প্রথম দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথি থেকে রামায়ণ শুরু হল। প্রথম দিন বিকাল ৪টা থেকে ৫টা রামায়ণী কথার উদ্ঘাটনের উপলক্ষে প্রবচন করলেন বাপু। আমরা গিয়েছিলাম দর্শন করতে। লোকেদের খুব ভক্তি সকাল থেকে তারা বসে থাকত।

এদিকে কেদার ঘাটেও মায়েরই একভক্ত কোটি সহস্রার্চন করালেন। সে দেখার মত। ৩০০ পণ্ডিত একসঙ্গে বসে পাঠ করছে। এবারের পূজার এই দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

এবারে আমাদের পূজার কথায় আসছি। মা দুর্গার পঞ্চমী তিথিতে সন্ধ্যায় আগমন হল। ধান দূর্বা দিয়ে বরণ করলাম, ধূপ, দীপ দিয়ে আরতি করলাম। ষষ্ঠী তিথিতে প্রাতে বিল্ববৃক্ষ এবং মা দুর্গার পূজা হল। মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা হল।

"এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন" এই গীত গুঞ্জরিত হল। সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ অধিবাস হল। "গিরিগণেশ আমার শুভকারীরে গিরিগণেশ আমার শুভকারী। বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন। গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন" এবং "আজ বসন্তে সেজেছে ধরা বরণ তোমায় করব মোরা" প্রভৃতি গানে চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনা মুখরিত হল। সকলের হৃদয়ে দেবীর আগমন হল। সপ্তমী তিথিতে প্রাতে পূজা আরম্ভ হল। নবপত্রিকার স্নান,প্রবেশ এবং মা দুর্গার মহাস্নান হল ষোড়শোপচারে পূজা হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর বাল্যভোগ ও আরতি হল। মায়ের পূজার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, শিবনারায়ণ ও অন্যান্য দেবদেবীদের পূজা হল। পুষ্পাঞ্জলির পর ভোগ, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ।

মহাষ্টমীর দিনও অনুরূপ ভাবেই পূজা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিদিন বিকালে দেবীভাগবত পাঠ হত। বিশেষ হল সন্ধিপূজা। ২৮শে মার্চ রামনবমীর দিন ভোর ৪টায় মঙ্গল আরতি ও উষাকীর্তনের পর ভোর ৫টায় সন্ধিপূজা আরম্ভ হল। আমাদের সেদিন রাত্রিজাগরণ হল। ভোর ৩টায় ভোগ রান্না করা হল। ঠিক সময়ের মধ্যে বিধিমত সন্ধিপূজা শেষ হল।

রামনবমীর দিন খুব তাড়াতাড়ি পূজা শেষ হল। তারপর ১২টায় শ্রী রামচন্দ্রজীর জন্মতিথি পূজা হল। "ভয়ে প্রগট কৃপালা দীনদয়ালা কৌশল্যা হিতকারী" গান হল। মেয়েরা রামচন্দ্রের জন্মের চৌপাই শোনাল-"নৌমী তিথি মধুমাস পুনীতা।" এই চৌপাইটির এবার মোরারীবাপুও ব্যাখ্যা করেছেন। মধুমাসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মায়ের কথাও শুনিয়েছেন যে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র কেশরাশি হতে মধু ঝরত। এই মধুমাস বিশেষ।

রামের জন্মের পরদিন অধিক নবমীর পূজা হল। সকাল ৭টার মধ্যে পূজা ও ভোগ সম্পন্ন হল। ভোগের পর যজ্ঞ হল। যজ্ঞের পর বৃষ্টি হল।

অষ্টমীর দিন রাত্রিতে সংগীত-সন্ধ্যায় কন্যাপীঠের সংগীতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী রত্নারায়ের মেয়েরা নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে সকলকে আনন্দিত করল। নবমীর দিন রাত্রিতে অভিজিত মুখার্জী নামে একজন শিল্পী "জটাটবী গলজ্জ্বলপ্রবাহপাবিতস্থলে" এই স্তবগানের সঙ্গে কথক নৃত্য পরিবেশন করলেন। নৃত্যের তালে তালে সকলের মন নেচে উঠল। শেষে "কস্তুরী তিলকং ললাটপটলে বক্ষস্থলে কৌস্তভম্" এই শ্লোক গানের সঙ্গে নৃত্য করলেন। তারপর মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশ্রমের ভক্তরা কীর্তন করলেন। অধিক নবমীর রাত্রিতে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী রশ্মি ও স্বাতি ও অন্যান্য মেয়েরা মিলে হোরি, তরানা ও কীর্তন করে জমিয়ে দিল।

৩০শে মার্চ সকাল ৭টায় পূজা, ভোগ ও দর্পণ বিসর্জন হল। সকালে "নবমী নিশিগো তুমি আর পোহাইওনা তুমি গেলে আমার উমা যাবে এ দুঃখিনীর প্রাণ আর রবেনা" এই গানের দ্বারা দশমীর সকাল প্রারম্ভ হয়েছিল। বিসর্জনের শেষে –

"যাসনে মা ফিরে যাসনে জননী ধরি দুটি রাঙ্গা পায়
শরণাগত দীন সন্তানে ফেলি ধরার ধূলায়।"

এবং মায়ের কীর্তন "এই মা উমা ঐ মা উমা – এই উমা ঐ উমা আত্মা রূপে আছই উমা" এই কীর্তন হল। ১১টা ৩০ মিনিটে দেবীর বরণ হল। বিকাল ৪টায় মা বজরাতে গঙ্গা ভ্রমণে গেলেন। বিসর্জনের পর কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ ও প্রণাম মন্ত্রের পর অনুষ্ঠান শেষ হল।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের প্রতি লিখিত বাবা ভোলানাথের পত্রাবলী

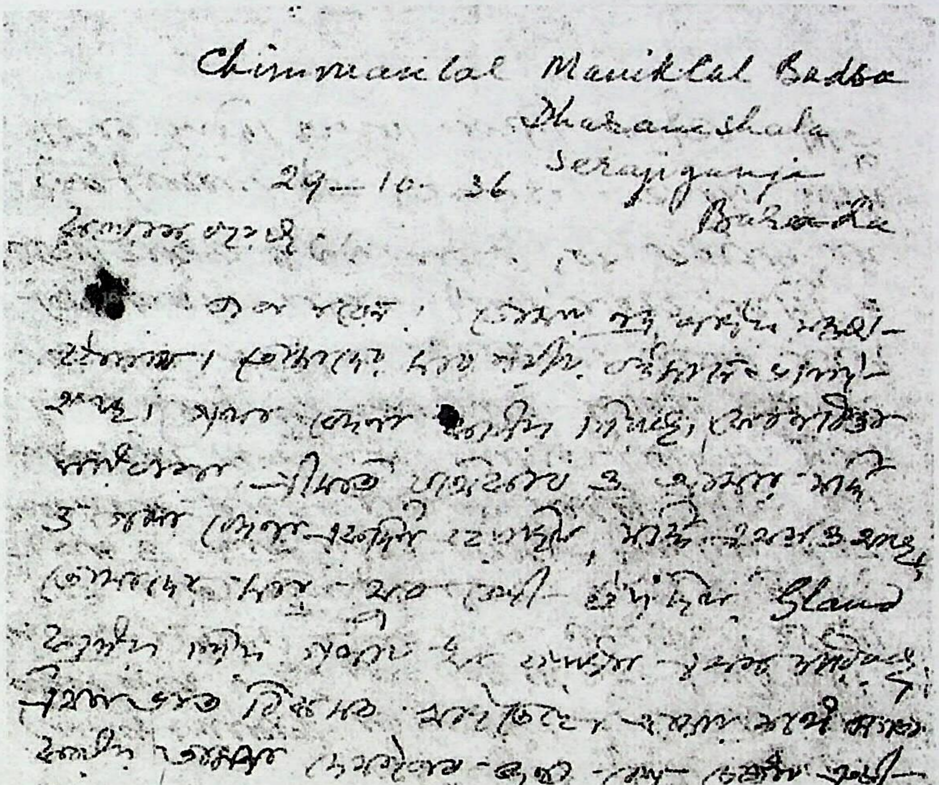

Chinnamanlal Maniklal Badba
Dharamshala
Serajgunj
Bihar

29—10. 36

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

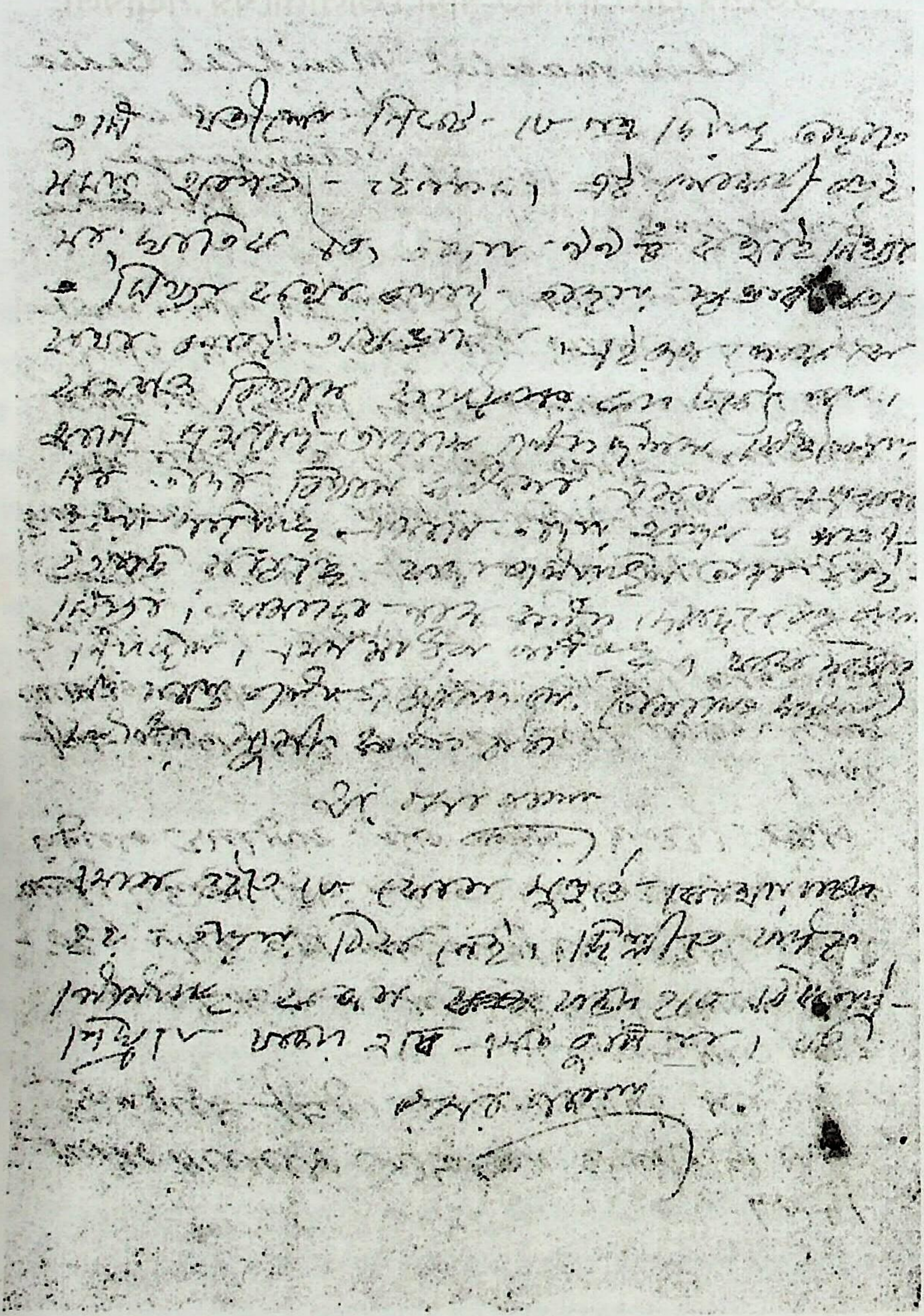

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Chimanlal Maniklal Badsa
Dharamshala
Serajigunje
Baroda
29-10-36

কল্যাণবরেষু

বাবা নরেন! তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের মায়ের শরীর বর্তমানে ভালই আছে। গলা বেদনা কমিয়া গিয়াছে। কোন চিন্তা করিবা না। শ্রীমতী যূথিকার ও আমার সর্দি ও গলা বেদনা একদিন হইয়াছিল। সর্দি এখনও আছে। তোমাদের মায়ের খুব বেশী হইয়াছিল gland ফুলিয়া গিয়া গলায় কষ্ট হইয়াছিল এখন সারিয়াছে। এখন ভাত ঠিক মত খাইতেছে। আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তামাসা দেখাইবার জন্য বেশ চেষ্টার ত্রুটি হয়না।

পঞ্চুর ছেলের জ্বর কমিতেছে জানিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার জন্য চিন্তায় ছিলাম। পঞ্চুর নিকট পত্র দিয়াছিলাম কিন্তু তাহার উত্তর পাইলাম না। পঞ্চু কেন যে উত্তর দিল না কারণ বুঝিলাম না।

জিতেন এতদিন বোধ হয় দিল্লী আসিয়াছে। তাহাদিগকেও সকলকে আমাদের সংবাদ দিবে।

তুমি যতীশের নিকট যে পত্র দিয়াছ তাহাতে সমস্ত অবগত হইলাম। এই লোকটি বড়ই সাংঘাতিক এবং তাছারা ৯৯৩/৪ প্রতিশত কথাই মিথ্যা। মিথ্যা কথা বলাই তাহার স্বভাব। সত্য কথা বলাই অস্বাভাবিক। এইরূপ লোককে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি প্রথমেই তাহাকে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার মা তাহা বিশ্বাস করিল না। এখন সব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে তাহার আশ্রম ও গাড়ী ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল তাহা সবই মিথ্যা। আমাদের নাম করিয়া দেরাদুনে বহু টাকা নিয়াছিল। এখন সব ধরা পড়িয়াছে। যাক সাক্ষাৎ মত সমস্ত বলিব। আমরা ভাল। তোমাদের খবর লিখিয়া খুশী করিবা।

ইতি রমা পাগলা।

এখান হইতে যে কোন মুহূর্তে কোথায় যাওয়া হয় তাহার ঠিক নেই। দিল্লীতে যাইতে লিখিয়াছ কখন যাওয়া হবে ঠিক নাই, শীঘ্র যাওয়া হবে এমত বুঝিনা।

রমা পাগলা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

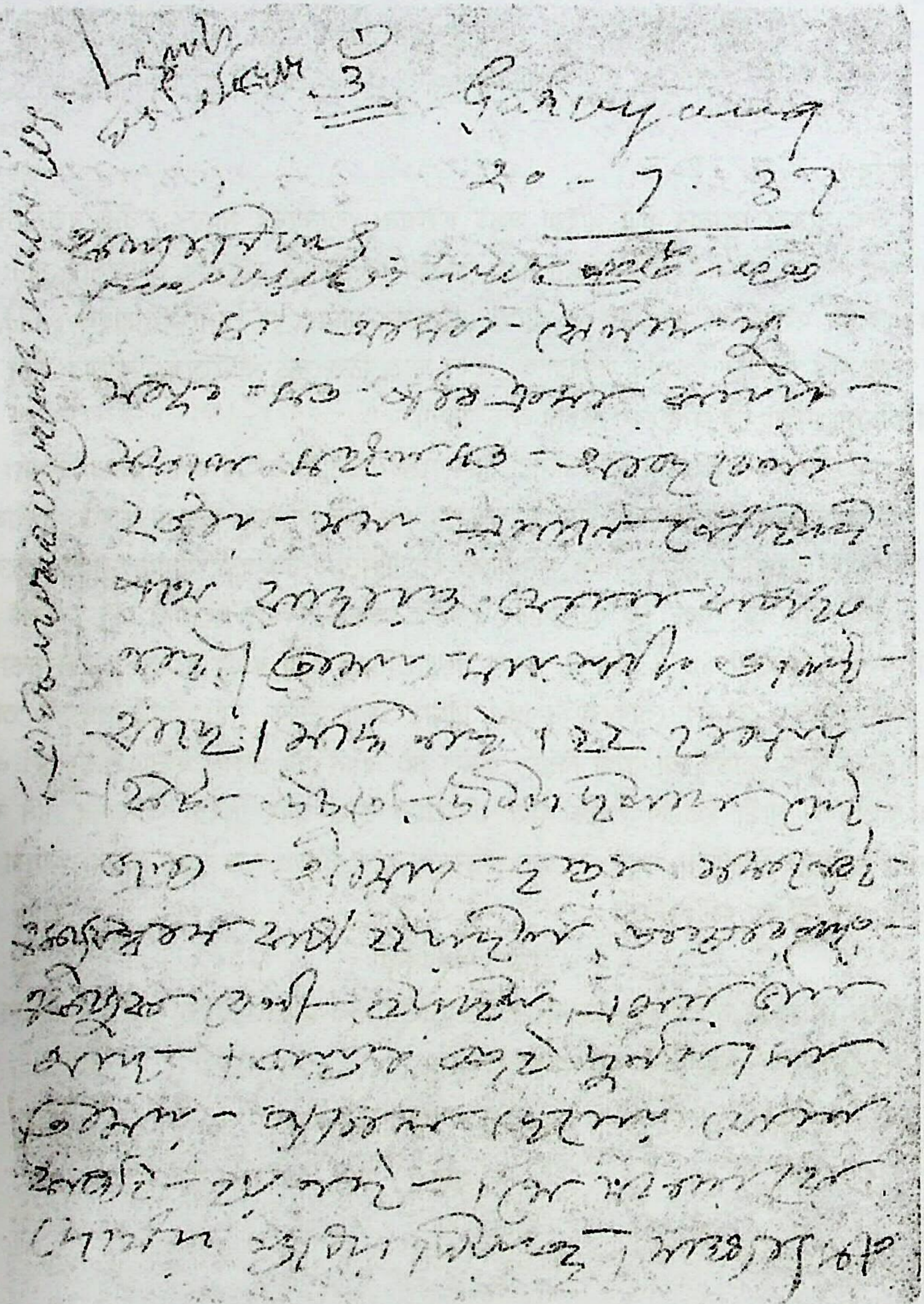
20 - 7 - 37

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

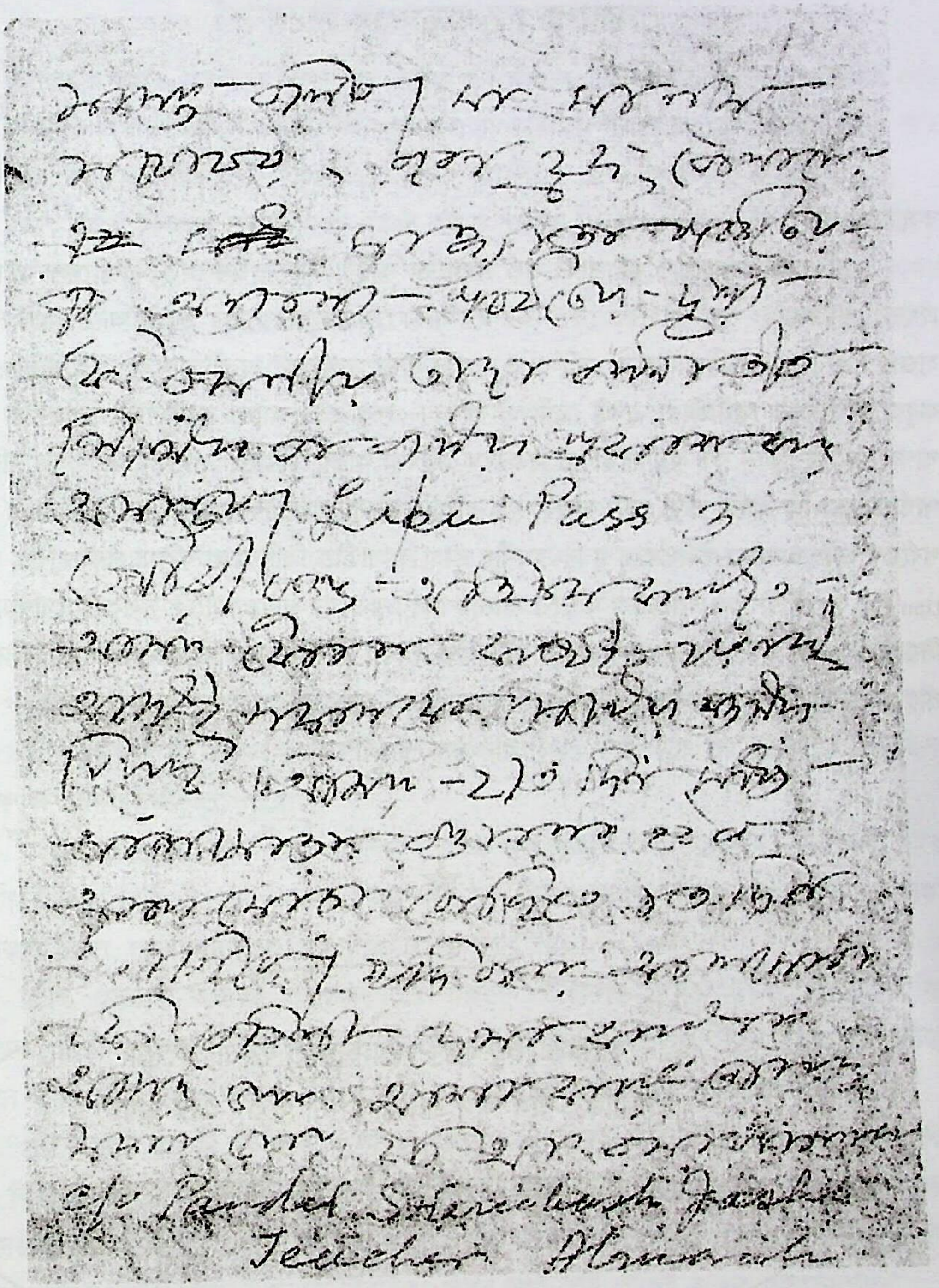

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

Garvyang

20-7-37

কল্যাণবরেষু

মা! আমরা কৈলাস খুব সুন্দর মত পরিক্রমা করিয়া সকলে মঙ্গলমত আজ বেলা ২টার সময় এখানে পৌঁছিয়াছি। পথে কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। তোমার মার শরীর ভালই আছে। সর্দি নাই। ২২ হাজার ফিট উঁচুতে উঠিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার ছাড়া সকলেরই একটু শ্বাস কষ্ট হইয়াছিল। ডাক্তার বাবুর (অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর) একটু বেশী হইয়াছিল। এখন ভাল আছে। রাস্তা বড়ই দুর্গম। মা তোমার পাগল ছেলের কোন কষ্ট হয় নাই। সে সকলকে দেখিয়া শুনিয়া নিয়াছে। সাক্ষাৎ মত সমস্ত বলিব। মা পাগল ছেলে কি কারো কথা শুনে সাক্ষাৎ মত বলিব। মা মানসসরোবর, রাবণ হ্রদ, কৈলাসের মান্ধাতা পর্বতের এবং অন্যান্য পর্বতের দৃশ্য কি রমণীয় তাহা বর্ণনাতীত লিখিয়া বা বলিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। Lipu Pass ও গৌরী কুণ্ড অতিক্রম করিতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। আমিই সকলকে দেখিয়া শুনিয়া নিয়াছি। আমরা ২/৩ দিন মধ্যে আলমোড়া রওনা হইব। আলমোড়া পৌঁছিতে ১৩ দিন লাগিবে। যদি পার আলমোড়ায় কি বেড়িলী দেখা করিবে। আমরা ভাল, আশা করি তোমরা সকলে ভাল।

ইতি রমা পাগলা

C/O Pandit Srinibash Joshi
Teacher Almora

☆

"কাকেও কিছু ইচ্ছা করে ছাড়তে হয়না, কর্মের পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ আপনা.হতেই হয়ে যায়।"

"যেটা করা তা ভাল করে করা। করতে করতেই রসবোধ হয়।" - শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈবাচার্য অপ্পরের নব রূপান্তর

[শৈবাচার্য অপ্পর কাঞ্চীতে শিক্ষা লাভ করিয়া পূর্ব জীবনে এক ধুরন্ধর পণ্ডিত রূপে খ্যাতি লাভ করেন। শৈশবেই অপ্পরের জনক জননী শিশু পুত্রের মায়া কাটাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। তাই এই সংসারে তাঁহার একমাত্র অভিভাবিকা ছিলেন তাঁর বাল্যবিধবা স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠা ভগিনী।]

মাঝে মাঝে অবকাশ কালে অপ্পর কাঞ্চী হইতে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, দিদির স্নেহসান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দে কিছুদিন কাটাইয়া যান। কিন্তু আগেকার সেই মানুষটি যেন আর নাই, অপ্পর এখন মজিয়া আছেন বিদ্যাচর্চায়, ন্যায়ের কূটতর্ক, দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষ করিয়া জৈন ধর্মের সত্ত্বানুসন্ধান নিয়াই এখন বেশী সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

দিদির সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ভ্রাতার এই নব রূপান্তর। বিদ্যার অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে অপ্পরের মনে, জৈন পণ্ডিতদের প্রভাবে পড়িয়া আস্তিক্য বুদ্ধিও প্রায় তিরোহিত।

দিদি একদিন সরোষে কহিলেন, "কাঞ্চীতে গিয়ে দিগ্গজ পণ্ডিত তুই হয়েছিস, একথা ঠিক। কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে বাধা জন্মায়, তাঁর মূল্য যে এক কানাকড়িও নয়, তা জানিস?"

"ব্যাপারটা কি, খুলে বলতো? হঠাৎ এত রুষ্ট হলে কেন তুমি?"

"আমি লক্ষ্য করেছি, তোর ভেতর বিদ্যার অভিমান জেগেছে। তাছাড়া, জৈন শুষ্ক তার্কিকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী হয়েছিস। সব চাইতে দুঃখের কথা, ঈশ্বরবিমুখ হয়ে পড়েছিস তুই। আমাদের পিতৃপুরুষ সবাই ছিলেন উচ্চকোটির শৈবসাধক। তাঁদের পথ থেকে তুই দূরে সরে গিয়েছিস। এর ফল কি কখনো ভাল হতে পারে?"

কয়েকদিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন মারাত্তক শূল ব্যাথায় অপ্পর একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু রোগের উপশম দেখা গেল না। সঙ্কট ক্রমে চরমে উঠিল, মুমূর্ষু অপ্পর কে আর বুঝি বাঁচানো সম্ভব নয়।

হঠাৎ এসময়ে অপ্পরের জ্যেষ্ঠাভগিনীর গুরুদেব তাঁহাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। সিদ্ধ শৈবসাধক বলিয়া এ অঞ্চলের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত। যোগ বিভুতির খ্যাতিও তাঁহার প্রচুর। তাই তাঁহার আগমনে সবাই প্রাণে বল পাইলেন। রোগীর মরণাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল।

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরুজী কহিলেন, "তোমরা শান্ত হও। এ সঙ্কট অচিরেই কেটে যাবে, অপ্পর বেঁচে উঠবে। কিন্তু তাকে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে হবে দেবাদিদেব শিবের কাছে। বংশানুক্রমে প্রভু শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। এই ইষ্টের প্রতি বিমুখ হওয়াতেই তো যতো বিপদের সৃষ্টি। তোমাদের পিতৃ পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিরাজ করছেন জাগ্রত শিবলিঙ্গ। অপ্পর আজ তাঁর কাছেই করুক আত্মসমর্পণ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশীর্বাদ জানাইয়া মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। অপ্পরের জন্য দিদির এবার আর দুশ্চিন্তা নাই। বুঝিলেন, গুরুদেবের কথা কখনো মিথ্যা হইবার নয়, প্রভু শিবের কৃপায় ভ্রাতার জীবন এবার রক্ষা পাইবে।

অপ্পরকে কহিলেন, "শুধু জ্ঞানপন্থীদের প্রভাবে পড়ে তুই ইষ্টদেবকে ভুলে গিয়েছিস। ইষ্টের চরণে অপরাধ করেই তো তোর এত কষ্ট, এত বিড়ম্বনা। সবাই আমরা তোকে ধরাধরি করে শিবমন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে প্রভু শিবজীর চরণে তুই শরণ নে, স্তবস্তুতি জানিয়ে তাঁকে প্রসন্ন কর, দেহ-রোগ, ভব-রোগ সবই দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাজ তো আজ এই কথাটিই বিশেষ করে বলে গেলেন। বাক্-সিদ্ধ মহাপুরুষ তিনি, তাঁর কথা তো মিথ্যা হবার নয়।"

প্রচণ্ড শূল বেদনায় অপ্পর মৃতকল্প হইয়া আছেন, এবার তাই দৈব কৃপার উপর নির্ভর করিতে তাঁহার আপত্তি হইল না। রাত্রি ক্রমে গভীরতর হয়, চারিদিকে নামিয়া আসে থমথমে ঘন অন্ধকার। মন্দিরের অভ্যন্তরে, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় বেদনার্ত অপ্পর শায়িত রহিয়াছেন, অস্ফুট স্বরে জপিতেছেন শিবজীর নাম। হঠাৎ দেখিলেন, স্বর্গীয় জ্যোতির ছটায় গর্ভমন্দিরটি আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল দৈবী কণ্ঠের অভয়বাণী, "বৎস অপ্পর আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। সম্পূর্ণ রূপে রোগ মুক্ত হয়েছ তুমি, লাভ করেছ নবজন্ম। আশীর্বাদ জানাই, নূতনতর ঈশ্বরীয় চেতনা জাগ্রত হোক তোমার সাধন সত্তায়, আর তোমার মাধ্যমে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অপ্পর ভূমিতল হইতে উঠিয়া বসিলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড। দৈবী কণ্ঠের আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র শূল বেদনা দুরীভূত হইয়াছে, দেহে আসিয়াছে নূতন চেতনার জোয়ার। সুষুপ্তিময় রাত্রির শেষে এ যেন আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে তাঁহার নব জাগরণ।

☆

"সাধনার পথে মনে মনে গ্লানি জমাতে নেই। যত মন পরিষ্কার রাখবে তত সে পথে অগ্রসর হবার সহায়তা। মনে রাগ এলে সেটা দূর করবার চেষ্টা করা।"

"এই যেমন তুমি আমি দুইজন। আবার তুমি আমি একই। এই যে দুইজনের মধ্যে শূন্য আছে এও কিন্তু আমিই।"

- শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ"

- ব্রঃ চন্দন পুরাণাচার্য

জীবন সংগ্রামে উন্নত ও জয়ী হওয়ার ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়ে–কিন্তু জানা নেই কিভাবে ও কিসে সেই পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ফলতঃ বৃথা পরিশ্রম ও ঘোরাটাই সার হয়। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি ও শিক্ষার চরম সীমায় আর পৌঁছানো হয় না।

ভারতীয় ঋষি ধারায়-তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও সাধন উপলব্ধ সার্বজনীন - আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির "সুখায় চ হিতায় চ" যে বর্ণ বিভাগ - আশ্রম ধর্ম বিভাগ প্রবর্তিত করে গেছেন, তা সর্বতো ভাবে পালনে অগ্রসর হলে জীবন সংগ্রামে-উন্নতি-জয়ী ও শিক্ষার রাস্তা অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেখানে একত্বের মধ্যে বহুত্ব এবং মৃত্যুর মধ্যে অমৃত। বর্তমান যুগে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার পথ বা নিয়ম আজও নতুন করে কোন ধারা তৈরী হয়নি। প্রকৃত উন্নতি - জয়ী ও শিক্ষিত হতে হলে প্রাচীন ঋষি ধারা অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে হবে। তবেই পুরাতনের মধ্যে নতুনের আলো-দর্শন এবং অন্তরজ্যোতির প্রকাশ। অতএব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঋষি ধারা - যা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য - মুলতঃ আমাদের জীবনের মেরুদণ্ড। জাগতিক ভোগবিলাসময় জীবনে আনন্দ-শান্তি কোথায় বিচার্য। তাই বলা যায় জাগতিক ভোগসুখময় জীবন বৈদ্যুতিক আলোর মত ক্ষণস্থায়ী। বস্তুতঃ জীবনের প্রকৃত উন্নতি ভারতীয় ঋষি ধারাই যা জীবনের আসুরিক ভাব দূর করে জীবনকে দেবত্বে রূপায়িত করে।

ঋষিধারায় চারটি আশ্রম - ব্রহ্মচর্য- গার্হস্থ্য- বানপ্রস্থ- সন্ন্যাস। আশ্রম ধারায়- ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রথম। তখন গুরুকুলে- গুরু নির্দিষ্ট- সুনিয়ন্ত্রিত সুসংযমিত সুশৃঙ্খলিত ঋষি আশ্রমে থাকা। গুরু সেবা- গুরু নির্দেশে এবং আদেশে জীবন যাপন। সেখানে সমভাবে শিক্ষাপ্রাপ্তি। সমবেত ভাবে জীবনগতি- ফলতঃ আদর্শ জীবন গঠন। জ্ঞান ও কর্মের মিলন। উদারতায় "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এর অভিব্যক্তি।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্যজীবন লীলায় দেখা যায় তিনিও প্রাচীন সংস্কৃতির জাগরণে তৎপর- সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্না। মার মুখেও শুনি "চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রথম। তার অভাবেই আর সমস্ত আশ্রম গুলির নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হয় না। বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ী করা চলে না।" অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষায় প্রাপ্ত ধৈর্য, মিত্রতা- সত্য। সংযমহারা মনুষ্য জীবন হতে সমাজ পর্যন্ত সবাই লক্ষ্যহীন। পরিণাম- সর্বত্র অনাচার- অত্যাচার ভ্রষ্টাচার- মনমানী রাজত্ব।

প্রাচীন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ধারা বাঁচিয়ে রাখবার জন্য "মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ" ও "আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠের" সৃষ্টি। শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর খেয়াল এবং মাতৃগত প্রাণ মহামনা ভাইজীর আন্তিক ইচ্ছা- স্বামী গুরুপ্রিয়ানন্দজীর মায়ের নির্দেশ পালন- উদ্যম- কর্মনিপুণতা অর্থহীন অবস্থায় অকুতোভয়ে কর্মে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝাঁপ দেওয়া- কঠোর পরিশ্রম। উপরন্তু তাঁর মাথায় মায়ের আশীর্বাদ ও প্রেরণা। ফলতঃ আনন্দময়ী কন্যাপীঠ গড়ে ওঠা। মায়ের খেয়ালে এবং আশীর্বাদে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় মনুষ্যত্ব হতে দেবত্বে উত্তরণের যে দিশা নির্দিষ্ট হয়েছে তা আমাদের কাছে আনন্দ সংবাদ।

কন্যাপীঠ বহুমান্য এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এরূপ এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার জীবন সংযুক্ত থাকায়- আমিও গৌরবান্বিত ও ধন্য। আমার এখনও সেই শুভ ক্ষণটি চোখের সামনে ভেসে আসে। সেই পুণ্য তীর্থ এলাহাবাদ হতে শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশে স্বামী পরমানন্দজীর সঙ্গে উত্তর প্রদেশে স্থিত রায়পুরে এসে পৌঁছালাম। আশ্রমে প্রবেশ করতেই দেখা গেল- এক প্রাচীন আমলকী গাছ। তার পাশে রান্নাঘর- ভাণ্ডারঘর- খাবার জায়গা। বেশ বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আরো উপরে একদিকে দুইটি ঘর- অন্যদিকে হলঘর- তার সামনে বারান্দা, আর দুদিকে দুটি ঘর। একদিকে মেয়েদের পূজার ঘর অন্যদিকে জিনিষপত্র রাখা হয়। ঐ হলটিতে মেয়েদের পড়াশুনা-থাকা ও শোওয়া। আবার কখনও দিনের বেলায় ভক্তজনেরা কীর্তন-ভজন-সৎসঙ্গ-রামায়ণ পাঠ করত। দুইদিকের ঘরের মধ্যস্থানে ছোট্ট অঙ্গন। সেখানে ছোট ছোট বালিকারা আনন্দে সেদিন খেলছিল। খুব ভাল লাগল। মনে হল এখানে এদের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। আরও উপরে ছোট শিব মন্দির। প্রতিষ্ঠিত শিব নিত্য পূজিত-বন্দিত। তার পাশে ছোট ছোট কুটিয়া ও বাথরুম। সেখানে দিদিরা থাকেন। পাশে জলের ট্যাঙ্কি। একপাশে মায়ের ঘর। বেশ সাজানো পরিষ্কার-চৌকির উপরে মায়ের ছবি। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। খুব ভাল লাগল। পাহাড়ের উপর আশ্রম। চার দিকে গাছপালার সৌন্দর্য। শান্ত পরিবেশ। খুবই ভাল লাগছিল। এইতো আশ্রমের সৌন্দর্য।

অবশেষে নীচে নেমে ঐ হলটিতে প্রবেশ হলো। একজন দিদি এসে আমার থাকার স্থান নির্দিষ্ট করে দিল। নূতন আশ্রমের পোষাক দিয়ে দিল। স্নান করে নতুন পোষাক পরলাম। মেয়েদের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হল। আনন্দের মধ্যেও কেমন এক ভাব-ভাবনা-শুধু-থাকতে পারবো তো।

পরদিন সকালে ভোর চারটায় ওঠা-প্রভাতী কীর্তন। মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে শিবপূজা। সমবেত পূজা। উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ। সেই ঘনীভূত মন্ত্রোচ্চারণ পাহাড়ে প্রতি ধ্বনিত হয়ে কানে বাজত। এক নূতন অনুভব। পূজা-আরতির পর বাসন মাজা গুছিয়ে রাখা তারপর জল খাবার। নিত্য নূতন খাবার। বেশ মজা লাগত। আনন্দ হতো। ৯টার সময় নিজ নিজ পড়া। ১০টায় স্নান। মনের আনন্দে রোদে স্নান হতো। তারপর গীতাচণ্ডী পাঠ-ভোগ-প্রসাদ গ্রহণ- ১২টা থেকে ৪টা স্কুল। পড়াশুনা ছাড়া সেলাই গান বাজনাও শেখানো হতো। সর্বশেষে খেলা। সবাই মিলে আনন্দই আনন্দ। সন্ধ্যা ৬টায় সান্ধ্য কীর্তন-আরতি সদ্ গ্রন্থপাঠ। ১০টায় "মা আছেন আর আমি আছি" গান গেয়ে মায়ের চরণে মাথা রেখে শোওয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যাপীঠের নিত্য নিয়ম গুলি বিস্তৃত ভাবে লেখার একমাত্র কারণ আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিণীগণ গুরুর আশীর্বাদ এবং তাঁর প্রীতি প্রেম ও শুভেচ্ছার ছত্রছায়ায় এবং গুরুর কল্যাণ দৃষ্টিতে থাকা, মহত্ত্বপূর্ণ আরও বহুজন মধ্যে গুরুর আশ্রম তপোভূমিতে নিবাস তাঁর পবিত্র ভাবধারায় যে জীবন গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যৎ জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ফলতঃ সুখী পরিবার। জগতে মানবজীবনে অনেক সমস্যা ও বিচিত্র পরিস্থিতি, তার মধ্যে থেকেও সকলকে মানিয়ে সামঞ্জস্য রেখে যে চলার গতি তাই শান্তির পথে কার্যে নিরত। কারণ কার্যই তো জীবন। এরূপ জীবনেই আত্মবিশ্বাসের উৎপত্তি। আত্মবিশ্বাসে কার্যে পরিচালিত হলেই জীবনে চরম পরমের প্রাপ্তি।

কন্যাপীঠের ইতিহাসে স্থায়ী নিবাস কাশীধাম অনেক পরে - ১৯৪৫ সালে। তার পূর্বে বিন্ধ্যাচল- আলমোড়া দেরাদুন দিল্লীতে অস্থায়ী ভাবে থাকলেও নিয়ম কানুনের পরিবর্তন হয়নি। কাশী ভদৈনী স্থিত কন্যাপীঠ এক পরম মহিমামণ্ডিত প্রতিষ্ঠান আরো প্রাচীন সংস্কৃতির আদর্শের উৎস। জীবনে চরম উন্নতি-প্রকৃত শিক্ষা-পরিণামে রসময় রসতমে উপনীত ও মিলিত হওয়া যায়।

আমরা যখন কন্যাপীঠের বিদ্যার্থী, তখন মায়ের উপস্থিতি ও মধুর আনন্দসঙ্গ চিরসুন্দর মায়ের চির সৌন্দর্য - যা আমাদের মুগ্ধ করেছিল-সেই সুন্দর স্মৃতিই আমাদের জীবন-সাধনা।

সেই সময়ের আমাদের অধ্যাপিকা-শিক্ষিকা-তাঁদের ব্যবহার- কর্মকুশলতা, শিক্ষা দেওয়ার অপূর্ব কুশলতা প্রশংসনীয়। তাঁদের জীবন যথার্থতঃ আমাদের জীবন গঠনে অনুকরণীয়।

অবশেষে মাকে প্রণাম - ভাইজীকে নমো নারায়ণ, দিদি গুরুপ্রিয়ানন্দজীকে প্রণাম। যিনি কঠোর পরিশ্রমে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

কৌস্তুভ জয়ন্তীর সমাপ্তিতে এটাই মনে মনে আসে - কন্যাপীঠ একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র নয় - মায়ের খেয়াল - ভাইজীর ইচ্ছা পূরণে- গুরুপ্রিয়ানন্দজীর অক্লান্ত পরিশ্রমে যার গঠন সেখানে অধ্যাত্ম-সত্যের প্রতিপালন- সত্য ব্যবহার- ভারতীয় প্রাচীন ধর্মের শিক্ষায় চরিত্র গঠন। এরূপ প্রতিষ্ঠান নিত্য জেগে থাক অর্থাৎ জীবনে অমৃত সিঞ্চনের আশা।

বর্তমানে যারা কন্যাপীঠ পরিচালনায় নিরত-তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভারতীয় জন-জীবনে যা অতিশয় প্রয়োজনীয়-প্রাচীন সংস্কৃতির জীবন্ত ধারা যা আজও প্রবাহিত এবং দেশের ঐতিহ্য তা জেগে থাকুক এটাই মায়ের চরণে আমার প্রাণের প্রার্থনা।

সর্বশেষে এটাও জানাই আমি কন্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রী-শিক্ষিকা এবং ১২ বৎসর কন্যাপীঠের পরিচালনায় মা আমাকে নিযুক্ত রেখেছিলেন, তার অভিজ্ঞতার যে অনুভব তারই প্রকাশ মাত্র এই লেখা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ"

- প্রিয় শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
(প্রাক্তন ছাত্র)

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রায়শঃ মনে আমাদের আনন্দময় বিদ্যাপীঠ জীবনের কথা লেখার বাসনা উকি ঝুঁকি মারত, কিন্তু অপটু লেখনী শুধু বাঁধা দিত। কিন্তু কয়েকদিন আগে ভগ্নী প্রতিম গীতা ব্যানার্জীর অনুরোধে লেখবার বাসনা জেগে উঠল।

আমার দীর্ঘ ৭৩/৭৪ বছরের শ্রীশ্রীমার অমূল্য সান্নিধ্যের আসল অংশটাই তো শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ কে ঘিরে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথায় জানা যায় ৺ভাইজীর মনে একটি সংকল্প ছিল ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা- যেখানে ছোট ছোট ছেলেরা আশ্রমে থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করবে সঙ্গে জাগতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ও থাকবে। কিন্তু জীবিত দশায় ভাইজী (জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) তা পূর্ণ করে যেতে পারেননি। (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ৭ম ভাগ উত্তরার্দ্ধ পৃ-২৫) পরবর্তী সময়ে ১৩৪৮ সনে ইংরাজী ১৯৪১ শ্রীশ্রীমার শুভ জন্মতিথিতে কিশনপুর আশ্রমে ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা হয়।

৺ভাইজীর সেই শুভ সংকল্প তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত সোলনের রাজা সাহেব দুর্গাসিংজী (যোগীভাই) এবং শচীদার (শচীন্দ্রনাথ ঘোষ) চেষ্টায় ও সহযোগিতায় পূর্ণ হয়। তারপর এই বিদ্যাপীঠ নানা জনের পরিচালনায় এগিয়ে চলে। দেরাদুনের কিশনপুর আশ্রমে প্রথম পর্বে শচীদা এই বিদ্যাপীঠের হাল ধরেন। এরপর মৃন্ময়ানন্দ (স্বামী চিন্ময়ানন্দজী), স্বামী স্বরূপানন্দজীর পরিচালনায় বিদ্যাপীঠ এগিয়ে চলে কিন্তু কে আগে আর কে পরে তার খবর সঠিক বলা মুস্কিল। এই সময় বিদ্যাপীঠ আলমোড়ায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর কান্তিভাই (ভাগবতানন্দ) দীর্ঘদিন এর পরিচালনায় থাকেন। কিন্তু বিদ্যাপীঠ পরিচালনায় শৈলেশদার (শিবানন্দজী) নাম সব সময় বেশী আলোচিত হয়। কারণ এই সময় নানা ভাবে বিদ্যাপীঠের উন্নতি হয়। কিছুদিন মৃন্ময়দাও (স্বামী চিন্ময়ানন্দজী) শৈলেশদার সঙ্গে ছিলেন। মৃন্ময়দার পরে আমরা দুই ভাই ১৯৫০ সালে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাপীঠে যাই।

প্রচণ্ড শীতে ছোট ছোট ব্রহ্মচারী বালকদের অতি প্রত্যুষে ভোর ৪টা/৪½টায় দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু হত। শয্যা ত্যাগ করে হাতমুখ ধুয়ে, বাসি কাপড় পরিবর্তন করে উষা কীর্তনে যেতাম। শৈলেশদা আগে থেকে-ই হারমোনিয়াম নিয়ে কীর্তন শুরু করে দিতেন। প্রথমে-ই অভয়দা রচিত অপূর্ব গান "জাগোরে জাগোরে মন" কিংবা "নিশান্সানে প্রেমের-ই আসনে" গানটি গাইতেন। মাঝে মাঝে তাঁর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসত। কীর্তনের পর কিছুক্ষণ শরীর চর্চা। যোগাসন অভ্যাস শৈলেশদাই করাতেন। তারপর নিত্য সন্ধ্যা, হবন ইত্যাদি প্রয়োজনে যজ্ঞশালায় যেতাম। এই কার্যক্রম বিশেষ ভাবে প্রারম্ভ হয় ১৯৫২, ফেব্রুয়ারীর পর। এই সময় ২০ জন বালকের এক সঙ্গে উপনয়ন হয় হরিদ্বারে সোলন নরেশ দুর্গাসিংজীর (যোগীভাই) বাঘাট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। বহু জন্ম সঞ্চিত পুণ্যফলে শ্রীশ্রীমার উপস্থিতিতে আমাদের উপনয়ন হয় শ্রীমাই প্রথম ভিক্ষা দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞশালায় প্রথমে প্রাতঃ সন্ধ্যা তারপর গায়াত্রীযজ্ঞ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপনান্তে সব ব্রহ্মচারীরা বিদ্যাপীঠের ঘরে নিজের পড়ার ডেস্কে বসে ক্লাসের পড়া করতে শুরু করতাম বেলা ১০টায় স্নানে যাওয়া। ইতি মধ্যে জলযোগ পর্ব সারা হয়ে যেত। স্নানে যেতাম নীচে পাহাড়ী ঝরনায় কিংবা একটি কুণ্ডের ন্যায় জলাশয়তে। স্নানের পর দ্বিপ্রাহরিক গীতা, চণ্ডী পাঠ ও কীর্তন ১১:৩০মি: শুরু হত। বিশেষ বিশেষ দিনে রামলীলা সংকীর্তন, মাতৃলীলা সংকীর্তন ও শ্রী শঙ্করাচার্য বিরচিত মোহমুদ্গর ইত্যাদি কীর্তন করা হত।

১২:৩০মি: মধ্যাহ্ন ভোজন, তারপর ক্লাস শুরু হওয়ার আগে একটু চালবাছার কাজ করতাম। এবার ক্লাসের ঘণ্টা বাজলে, সব বালকেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা “সহ না ববতু......”। এই সময় শিক্ষক হিসাবে ছিলেন শৈলেশদা, পানুদা ও স্বরূপজী। মাঝে মধ্যে সুকুমারদা, গোবিন্দদা একদম নিম্ন শ্রেণীতে পড়াতেন। ৪৫মি: অন্তর অন্য ক্লাসের ঘণ্টা পড়ত - আমরা শৈলেশদার কাছ থেকে পানুদা বা স্বরূপজীর কাছে যেতাম আবার পানুদার কাছ থেকে পরের period এ স্বরূপজী বা শৈলেশদা। এই ভাবে বিকেল ৫টায় ছুটির ঘণ্টা।

এবার খেলা-ধূলা নয়তো বাগান করা। শৈলেশদা ফুল, ফল, তরি-তরকারী চাষ করায় আমাদের দেখভাল করতেন। খেলা-ধূলায় ফুটবল, ভলি, ডেক টেনিস ইত্যাদি অনেক খেলাই হত। বাগান করার জন্য আমাদের এক এক টুকরো জমি ভাগ করে দেওয়া হত। আমার জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। তবে ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য আমরা নীচে ঝরনা থেকে লাইন দিয়ে জল আনতাম, একটু একটু করে জলের বালতি এগিয়ে দিতাম অন্য এক জনকে। শৈলেশদাও দাঁড়াতেন জল আনতে।

তারপর হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যায় বসতাম। এবার সন্ধ্যা আরতি কীর্তন। কীর্তনের পর শৈলেশদার অনবদ্য রামায়ণ, মহাভারত পাঠ। শৈলেশদা গান করে রামায়ণ পাঠ করতেন আর আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। রামের বনবাস, সীতা অপহরণ আর লক্ষণের শক্তিশেলের বর্ণনায় আমরা অনেকেই কেঁদে ভাসাতাম।

আবার মাঝে মধ্যে শৈলেশদা এক বহু পুরানো গ্রামাফোন বাজিয়ে আমাদের মীরাবাই, নিমাই সন্ন্যাস ও নানান কৌতুক নাটক শোনাতেন। এর মধ্যে কয়েকবার শ্রী মা আলমোড়ায় আসেন। তার অন্য ইতিহাস। শুধু আনন্দম্ শুধু আনন্দম্। আর শ্রীশ্রী মার আগমনে ভারত বিখ্যাত সাধু মহাত্মাদের ভিড়। লিখতে গেলে অনেক। তাই লেখনীর বিরাম দিচ্ছি।

জয় মা।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব

- ব্রঃ গুনীতা

শ্রদ্ধেয়া কৃপালজী পঞ্চাশের দশকে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং চিরতরে মায়েরই হয়ে যান। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকেও মায়ের চরণে অর্পিত করে দেন।

আজ এই তপস্বিনী আমাদের মধ্যে নেই। ৬ই জানুয়ারী, ২০১৫ অপরাহ্ণ বেলা ৩টার সময় মার নাম শ্রবণ করতে করতে মায়ের কোলে বিলীন হয়ে যান। স্থান-মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের উপনগর বৈরাগঢ়ে অবস্থিত শ্রীশ্রী মায়ের চরণ রজঃপূত শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম। ১৯৬৫ সালে শ্রীশ্রী মায়ের এখানে প্রথম শুভ পদার্পণ হয়। ২০১৫ সাল শ্রীশ্রী মায়ের চরণ স্পর্শের অর্ধশতকের গরিমায় মহিমামণ্ডিত করছে এই আশ্রমের পুণ্যভুমিকে। আশ্রমের এই পবিত্র ভূমিতে তপস্বিনী কৃপাল কৌর নিজের জীবনের অর্ধশতক সমর্পিত করেছেন মায়ের আশ্রমের সেবাতে। ধন্য এমন জীবন।

আমাদের শ্রদ্ধেয়া কৃপালজীর জন্ম ১৯২৩ সনে ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবের লাহোরে মন্টগুমরীতে হয়েছিল। তাঁর পিতা স্যার দাতারসিংহজী ধনাঢ্য জমিদারদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর কাছে সহস্রাধিক গোরু ছিল। এই স্থানটি মন্টগুমরী ডেইরী ফার্মের নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গোরুদের 'সাহীবাল' প্রজাতি এই স্থানেরই অবদান।

কৃপালজীর জনক-জননী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং সন্তসেবী ছিলেন। শিখদের প্রসিদ্ধ মহাত্মা বাবা নন্দসিংহজী এবং ঈশ্বরসিংহজীর এই পরিবারের উপর বিশেষ কৃপা ছিল।

স্যার দাতার সিংহজীর পিতা সরদার হুকুম সিংহজীর পুত্র না হওয়ায় তিনি বাবা নন্দসিংহজীর চরণে উপনীত হন। বাবা নন্দসিংহজীর আশীর্বাদে স্যার দাতার সিংহজীর জন্ম হল এবং তাঁর পরে আরো চার পুত্রের জন্ম হওয়ায় সরদার হুকুম সিংহের প্রাঙ্গণ বালকেলিতে মুখরিত হল। সরদার হুকুম সিংহজীর পাঁচটি কন্যাও ছিল। তৎকালীন বিচার ধারার অনুসারে পুত্রের অভিলাষাতে তাঁর পাঁচটি বিবাহ হয়েছিল। পঞ্চম মাতা হতে ভগবৎ কৃপায় দাতার সিংহ সমেত পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। দাতার সিংহজীকে কৃষি এবং গোধনের বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। কৃষি এবং ডেইরী ফার্মে বিশেষ শিক্ষা অর্জনের পর দাতার সিংহজী নিজপিতাঁর প্রভূত ধন-সম্পত্তি ভাল ভাবে সামলান। ১৯১৬ সালে দাতার সিংহজীর বিবাহ অমৃতসরের 'তরনতারনের' স্বনামধন্য ব্যাক্তি "ভাই মোহন সিংহ বৈদ্যের" জ্যেষ্ঠ কন্যা "দুর্গা" দেবীর সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তিনি পরে "লেডী সতবন্ত দাতারসিংহজীর" নামে পরিচিতা হন।

স্যার দাতার সিংহ এবং লেডী সতবন্ত দাতার সিংহজীর পাঁচটি সন্তান হয়। সরদার মনীন্দর পাল, কৃপাল কৌর, কুকু কৌর, সরদার মহেন্দ্র পাল এবং অমৃতেশ্বর কৌর। তৃতীয় সন্তান কুকুর ১৫-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

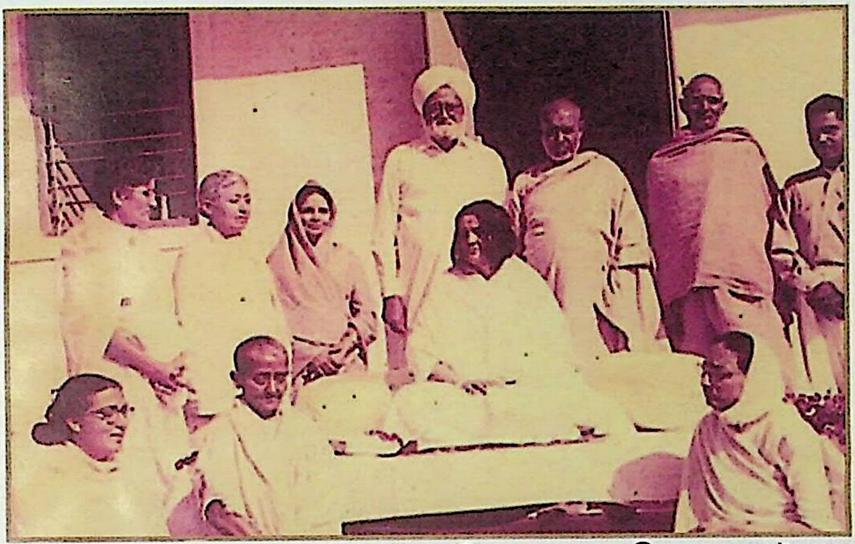

শ্রীশ্রী মা, স্যার এবং লেডী দাতার সিংহজী ও আশ্রমবাসী ভক্তগণ, বৈরাগঢ়।

কৃপালজী কন্যা গুনীতার সঙ্গে কন্যাপীঠ, ১৯৫৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজনীয় কৃপালজী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬ বছরে টায়ফয়েডের জন্য অকাল মৃত্যু হয়। এই সময় কৃপাল কৌর লাহোরের কলেজে বি.এ. পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। নিজের ছোট বোনের মৃত্যুর সংবাদে তিনি গভীর মানসিক আঘাত পান। তিনি উদাস মনে পড়া-শুনোতেই অধিক মনোনিবেশ করলেন। বেশী পড়া-শুনোতে তাঁর চোখের উপর প্রভাব পড়ল। চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর আগের পড়াশুনো- এম.এ. পড়ার বাধা সৃষ্টি হল। এই দুঃখ তাঁর ততদিন ছিল যতদিন না তিনি মাতৃ দর্শন লাভ করেছেন। অর্থাৎ মায়ের দর্শনের পর অধিক পড়াশুনো না করতে পারার তাঁর দুঃখ চলে যায়।

কৃপালজীর লালন পালন পাশ্চাত্য পদ্ধিতিতে করা হয়েছিল। তাঁর দেখাশুনোর জন্য বাচ্চাদের পরিচালনায় নিপুণ সুশিক্ষিত বিদেশী মহিলাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁকে শিমলাতে অবস্থিত "এয়ার ক্লিফ" স্কুলে ভর্তি করা হয়। এই আবাসীয় কন্যা বিদ্যালয়টি তে সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যাদেরই ভর্তি করা হোত। এখানে আধিনুক শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম, কলা ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হোত। কৃপালজীর বাইবেলে অত্যধিক রুচি ছিল। তিনি এই বিষয় বরাবর প্রথম হতেন। পিয়ানো বাজানোর শিক্ষা তিনি এখানেই লাভ করেন। ঘরে তাঁকে "দিলরুবা" (বাদ্যযন্ত্র) শেখাতে শিক্ষক আসতেন। তাঁর Tennis খেলায় বিশেষ রুচি ছিল। বাবা তাঁর জন্য ঘরেই টেনিস কোর্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন, এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য মার্কারও নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। সর্বপ্রকারের শিক্ষায় পিতা নিজআদরিণী কন্যাটিকে সুশিক্ষিত করেছিলেন।

এই সময় চতুর্দিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার ছিল। কৃপালজীর বান্ধবীদের মধ্যে কেউ কেউ খাদী পরতেন। এর প্রভাব তাঁর উপরও পড়ল। তিনিও খাদী পরতে আরম্ভ করলেন।

এদিকে ভারত স্বাধীন হল। ভারত ও পাকিস্তানের বিভাজন হল। মন্টগুমরী পাকিস্তানের ভাগে চলে গেল। মহাত্মা গান্ধী গো সেবাতে পারঙ্গত হওয়ার জন্য দেশে গো সেবায় দক্ষতা আনার জন্য শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও স্যার দাতার সিংহজীকে ভাই বানিয়ে দিলেন। মহাত্মা গান্ধীরই নির্দেশে পাকিস্তানে যাঁদের সব কিছু ছেড়ে আসতে হয়েছিল তাঁদের দিল্লীতে কিছু জমি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দাতার সিংহজী পাঞ্জাব খোরে ৩০০ একড় জমি প্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি ভোপালের নবাব হমীদুল্লার কাছ থেকে বৈরাগঢ়ে জমি কিনেছিলেন, এবং কিছু জমি নবাব তাঁকে মন্টগুমরী ডেইরী ফার্মের জন্য উপলব্ধ করান। তৎকালীন সমস্ত বড় বড় দেশ সেবক নেতাদের সঙ্গে দাতার সিংহজীর বন্ধুত্ব ছিল। যাঁদের মধ্যে কে. কে. মুন্সী, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদজী প্রভৃতি প্রমুখ ছিলেন। শ্রী জগজীবনরামজীরও দাতার সিংহজীর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। এছাড়া Bombay Dying এর নবল বাডিয়া, মহীশূরের মহারাজা, শ্রী ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রভৃতি ও দাতার সিংহজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ভারত সরকার দাতার সিংহজীকে গৃহমন্ত্রালয়ের Advisor এর পদ দিলেন, যেখানে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবৈতনিক সেবা প্রদান করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কৃপালজী প্রায় এক/দেড় বছর পূজনীয় মহাত্মাজীর সান্নিধে থাকেন। বাপুজীর ভাগ্নী মনু এবং পুত্রবধু আভার সঙ্গে কৃপালজীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বাপুও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। মনু, আভার সঙ্গে কৃপালজীকে না দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করতেন, "ওই মেয়েটি কোথায় গেল?" মেথর পাড়াতে গান্ধীজীর সঙ্গে যেতেন। রাজকুমারী অমৃত কৌর প্রভৃতির সঙ্গে তিনিও বাচ্চাদের স্নান করানো আশে পাশের পরিষ্কার করার কাজে যোগদান করতেন। একদিন মহাত্মাজী কৃপালজীর হাতের দিকে ইশারা করে বললেন, "এই হাত দুইটি কখনও কাজ করেনি।" এছাড়া গান্ধীজীর ব্যাক্তিগত চিঠি পড়া ও গান্ধীজীকে শোনানো এবং উত্তর লেখা তাঁর কাজ ছিল। তিনি Shorthand ও Typing এও বিশেষ নিপুণ ছিলেন।

কালের গতিকে কেউ জানতে পারে না। কে জানত? প্রতিদিনের মত মনু, আভার কাঁধে হাত দিয়ে গান্ধীজী প্রার্থনা সভার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন এমন সময় বক্ষস্থল ভেদ করে গুলি আর পার বিদীর্ণ করল। বাপু 'হে রাম' বলে চিরতরে ধরণীর বুকে লুটিয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে কোলাহল। সেদিন কৃপালজী কোন কাজে অন্যত্র গিয়েছিলেন, এসেই ভয়ানক সংবাদ শুনে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ভিতরে গিয়ে এক নূতন দৃশ্য দেখলেন-যার কল্পনাও ছিল না। কৃপালজী মনু, আভাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। পূজনীয় বাপুর অন্তিম সংস্কার থেকে (এই সময়ে গান্ধীজীর শোকযাত্রায় কৃপালজীর ফটো রয়েছে) ত্রিবেণীতে অস্থি বিসর্জনের কার্যক্রম পর্যন্ত সঙ্গেই ছিলেন।

কালের পরিবর্তন হল। মাতা পিতার কৃপালজীকে বিবাহ দেওয়ার অনিবার্য কর্তব্য ছিল। ১৯৫০ সালে মাদ্রাসের মোনা শিখ পরিবারে শ্রী অমরজীৎ সিংহ মাড়োবার সঙ্গে কৃপাল কৌরজী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এই বিবাহে সমস্ত মান্য গণ্য জন সম্মিলিত হলেন। যাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, গৃহমন্ত্রালয়ের প্রধান সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, সপত্নীক শ্রী কে. কে. মুন্সী, এবং বাজাজ পরিবারের শ্রী কমলনয়ন বাজাজ এবং শ্রী ঘনশ্যামদাস বিড়লা প্রমুখ ছিলেন, বাডিয়া পরিবারও উপস্থিত ছিলেন। দিল্লীতে এ এক বহুচর্চিত বিবাহ সমারোহ ছিল।

কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। মাত্র দুই মাসের মধ্যেই কৃপালজীকে তাঁর মা নিজের কাছে নিয়ে আসেন। কারণ ছিল শরীরের অসুস্থতা। সেই জায়গার জলবায়ু তাঁর অনুকূল ছিল না, এবং বরপক্ষ দিল্লীতে এসে থাকার ইচ্ছুক ছিলেন না। শেষে এই বিবাহ বিধিমত বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসের ৩ তারিখে দিল্লীর তৎকালীন বিলিংডন হাসপাতালে কৃপাল কৌরজী একটি কন্যাকে জন্ম দেন। কন্যার জন্মে দাতার সিংহ পরিবার অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তৃতীয় প্রজন্মের এই প্রথম সন্তান। সকলের আদরে কন্যার লালন পালন হতে লাগল। শিখ পরম্পরা অনুযায়ী নামকরণ করা হল। নাম রাখা হল গুনীতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল্লী আসার সঙ্গে সঙ্গে কৃপালজী রামকৃষ্ণ মিশনের সারদা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হলেন। সারদা সমিতির দক্ষিণ ভারতীয় কিছু মহিলা কৃপালজীরই বয়সী ছিলেন যাঁদের পতি সরকারে উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। এই সময় কৃপালজীর বয়স ২৭। বই পড়া তো তাঁর অভ্যাস ছিলই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের “বাণী ও রচনা” সমস্ত গ্রন্থাবলী পড়লেন। “The Master” গ্রন্থটি তাঁকে খুব প্রভাবিত করল। এই বইটি তিনি সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। এই সময় দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রী রঙ্গনাথানন্দজী ছিলেন। তিনি কৃপালজীর উপর বিশেষ খেয়াল রাখতেন। শ্রী কে. কে. মুন্সীর কন্যা প্রব্রাজিকা ছিলেন। কৃপালজী তাঁর প্রতি ও প্রভাবিত ছিলেন। (ক্রমশঃ)

☆

“ভগবানের এক নাম চিন্তামণি। তিনি সকল কামনা পূর্ণ করেন বলে জীব তাঁকে চিন্তা করলে ক্রমে ক্রমে তাঁর চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা থাকে না।”

“ভগবানকে জানা, আপনাকে জানা। আপনাকে জানা, ভগবানকে জানা।”

- শ্রীশ্রী মা

প্রনীতা মিত্র, কোলকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মাদের মুখে মায়ের কথা

- শ্রী অমরনাথ রায়

বর্তমানে আমি আমেরিকার ক্যানসাস সিটির বাসিন্দা। এদেশে প্রথম এসেছিলাম ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে। তারপর প্রায় উনিশ বছরের বেশী সময় কেটে গিয়েছে তবু কেন যেন মনে হয়–এই তো সেদিন এলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার জীবনে ঘটে গিয়েছে কত বিচিত্র ঘটনা, যার প্রতিটি পর্বেই পেয়েছি করুণাময়ী মায়ের অপরূপ ছোঁয়া। প্রথমেই শুরু করি আমার আমেরিকায় পৌঁছানোর মুহূর্তের একটি ঘটনা দিয়ে।

কয়লকাতা থেকে দিল্লী হয়ে–নেদারল্যান্ড, প্লেন পালটিয়ে এসে পৌঁছালাম শিকাগোতে। মনের মধ্যে চাপা উত্তেজনা। নূতন দেশ-সব নূতন মানুষ-মনের মধ্যে নানা চিন্তা উকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। ওভার হেড থেকে হ্যান্ডব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে হাতে ধরতেই মনে হল-ব্যাগের মধ্যে আছেন স্বয়ং মা-আর ভোলানাথ কিসের চিন্তা। ব্যাস মুহূর্তের মধ্যে মন থেকে সব চিন্তা উবে গেল। ১৯৮৮ সালে, স্বরূপদা এসেছিলেন কৃষ্ণনগরে কার্তিক পালের কারখানায় মার মূর্তি তৈয়ারীর তদারকি করতে। আমি তখন সপরিবারে চাকরি সুত্রে বীরনগরে বাস করতাম। কৃষ্ণনগরে যাবার পথে বীরনগরে গাড়ী থামিয়ে আমাদের বাসায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন স্বরূপদা-সঙ্গে ছিলেন আমার শ্বশুর মশাই শ্রীযুক্ত প্রতিভা কুমার কুণ্ডু। বীরনগর থেকে কৃষ্ণনগর যাবার সময় আমার দুই পুত্র রথী ও সারথি ওনাদের সঙ্গ নেয়। কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়ে-মূর্তি তৈয়ারীর তদারকি করার পর স্বরূপদা দেখেন যে আমার বড়পুত্র সারথি ঐ কারখানার একটি সোকেসের ভিতরের কিছু পুতুলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তার বয়স পাঁচ কি ছয়। স্বরূপদা সারথিকে জিজ্ঞাসা করেন-"তুমি কি নেবে?" সারথি সোকেসের ভিতরের একটা ছোট শিব মূর্তিকে দেখিয়ে বলে-যে-"আমি শিবঠাকুর নেব।" স্বরূপদা তখন সারথিকে ঐ শিবঠাকুর কিনে দেন। কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পথে ওনারা আমার বাসায় দু ছেলেকে নামিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে কোলকাতায় ফিরে যান। সব কিছুই ঘটে আমার অনুপস্থিতিতে। সকালে আমি সেদিন বিশেষ কাজে কোলকাতাতে গিয়েছিলাম। রাত্রিবেলায়-বাড়ী ফিরে সব শুনে শিবঠাকুর দেখে একদম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কি অপরূপ সেই সামান্য মাটির মূর্তি। এরপর আমি সেই মূর্তিকে মার ছবির পাশে বসিয়ে প্রত্যহই পুজো করতে থাকি। দেশ ছেড়ে আমেরিকা আসার সময় সেই শিব ঠাকুরের মূর্তি আর মার ছবি অতি সযত্নে তোয়ালেতে মুড়িয়ে ভরে নিই আমার হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে। সেই ভোলানাথ আর মাই যখন সঙ্গে আছেন-তখন আর কিসের চিন্তা। সব চিন্তাকে সরিয়ে- ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম- লাগেজ নেবার জায়গায়। আমার সব কিছুই ছিল-ঐ লাগেজে। আমার সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলো-শুধু সেই হ্যান্ড ব্যাগ-আর তার মধ্যে একটা ছোট কালো চামড়ার ব্যাগ-যার মধ্যে ছিলো আমার পাসপোর্ট, ডলার, ইউনিভারসিটির দরকারি কাগজপত্র ও আরো অনেক কিছু। ব্যাগটার ব্যাপারে আমি বিশেষভাবে সতর্ক ছিলাম। কোন জায়গায় ব্যাগ থেকে কিছু বের করলে-প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম-ঐ হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দুটো সুটকেস দেখতে পেলাম এবং নিশ্চিন্ত হয়ে সে দুটোকে-একটা কার্ট-এ তুলে বাইরের দিকে বেরোতে যাবো-হঠাৎ দেখি একটা বাচ্চা মেয়ে আমাকে ডাকছে। আমি বুঝতে পারলাম না-কেন ও আমাকে ডাকছে-আমি তো ওকে চিনি না। মেয়েটির বয়স নয় বা দশ হবে-কি অপূর্ব তার মুখের ভাব। কি মিষ্টি তার চোখের চাওনি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি বুঝতে পারছি না-কেন সে ডাকছে-হঠাৎ দেখি-তার হাতে-আমার সেই কালো ব্যাগ। সে কি সর্বনাশ কাণ্ড-আমার হাত থেকে কখন ব্যাগ পরে গিয়েছে আমি বুঝতেই পারি নি। দৌড়ে গিয়ে তার হাত থিকে ব্যাগটা নিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে দেখতে গেলাম সব ঠিক আছে কি না। দেখলাম সব ঠিক আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য মেয়েটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম-ওর কথা মনে পড়তেই সামনে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি নাই। এদিক-ওদিক-সেদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকলাম-না-মেয়েটি নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি কোথায় চলে গেলো। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়ে কোথায় যেতে পারে যে তাকে খুঁজেই পাবো না। সে কি করে সম্ভব। আস্তে আস্তে এসে কার্টের কাছে দাঁড়ালাম-দেখলাম হ্যান্ডব্যাগের চেন খোলা। (ক্রমশঃ)

☆

"ইতর জন্তু হতে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের মধ্যে এক বিশেষ শক্তি আছে যার দ্বারা সে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। মানুষ বলতে, এ শরীর বলে - যার মনের হুঁস হয়েছে সেই মানুষ। যার মনের হুঁস নেই, বিষয় বাসনায় তন্ময় তাকে কি মানুষ বলা যায় ?"

- শ্রীশ্রী মা

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম বার্তা

আনন্দস্বরূপেষু,

শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা গত ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৫ শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিটি আশ্রমে সুরুচিপূর্ণ সুব্যবস্থিতরূপে আনন্দোল্লাসের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। বারাণসী আশ্রমে কন্যাপীঠের হলঘরে বাসন্তী রংএর কাপড় ও ফুলের মালায় সুসজ্জিত মাসরস্বাতীর পূজার স্থলটি শোভায়মান হচ্ছিল। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদের সুমধুর কণ্ঠে জ্ঞানপ্রকাশিনী অজ্ঞানবিনাশিনীর স্তব স্তুতিতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল চতুর্দিক। আগরতলা আশ্রমে, কনখল আশ্রমেও অনুরূপভাবে সরস্বতী পূজাতে অপরূপ সাজে সুসজ্জিত মা সরস্বতীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যাপীঠের ব্রহ্মচারীরাও স্তব স্তুতির দ্বারা মা সরস্বতীর আরাধনায় মগ্ন হয়েছিল। সর্ব শেষে আরতি দর্শন ও স্পর্শের পর প্রসাদ গ্রহণে তুষ্টি লাভ করে সকলে আনন্দিত হয়েছে। পুনা আশ্রমেও সুন্দররূপে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, মহাশিবরাত্রির দিন রাত্রিতে মায়ের সব আশ্রমে ব্রতীরা শিব আরাধনায় শিব পূজায় আনন্দে অংশ গ্রহণ করেছেন। কীর্তনে শিব মহাদেবকে প্রসন্ন করেছেন।

কনখল আশ্রমে গত ২৭শে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী অখণ্ড রামায়ণ পাঠ শ্রদ্ধাপূর্ণ বিধিতে নির্বিঘ্নরূপে সম্পন্ন হয়েছে। সকলে শ্রীরামের প্রসন্নতাও মাতৃ কৃপার অনুভব করেছেন। সেইদিনেই মাতৃ সেবা পরায়ণ শ্রী লোকুমলজীর পরিবারের মুরঝানীজী নিজের পরলোকগত পিতার সন্তুষ্টির জন্য বার্ষিক ১০৮ সাধু ভাণ্ডারা সুন্দরভাবে করিয়েছেন।

৫ই মার্চ দোলপূর্ণিমার দিন মায়ের বারাণসী আশ্রমে শ্রীশ্রীগোপালজীকে আবির ও রংএর দ্বারা ভক্তরা নিজেদের হৃদয়ের অনুরাগের রাগে রঞ্জিত করেছেন। দোল পূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যায় দোলমঞ্চে নারায়ণের চাঁচর উৎসব, অধিবাস, বুড়িরঘর পোড়ানো হয়। সঙ্গে কীর্তন ও সম্পন্ন হয়। দোলপূর্ণিমার দিন গোপালজীকে আবির ও রং প্রদানের পর গোপালের মহা অভিষেক, মহাস্নান ও শৃঙ্গারের পর ষোড়শোপচারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃন্দাবন আশ্রমে মহাশিবরাত্রির দিন গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ রাত্রিতে শ্রীসিদ্ধেশ্বর মহাদেবের রুদ্রাভিষেক ও বিশেষ পূজা এবং সমবেত ব্রতী ভক্তদের দ্বারা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী হতে ৪ঠা মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত প্রখ্যাত রাসমণ্ডলী শ্রীরামচন্দ্রজী দ্বারা রাসলীলা হয়েছে। ৫ই মার্চ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অখণ্ড নামসংকীর্তন চৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মতিথি পূজা, শিবজী, রাধাকৃষ্ণ এবং মায়ের ষোড়শোপচার পূজা, সাধুসেবা, ২৭শে মার্চ রামনবমীর উপলক্ষে অখণ্ডরামচরিতমানসপারায়ণ, ২৮শে মার্চ শ্রীরামজীর ষোড়শোপচার পূজা, হোম এবং ভোগ প্রসাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিতরণের সঙ্গে রামনবমী উৎসবের সমাপ্তি হয়েছে।

বারাণসী আশ্রমে ২৫শে মার্চ হতে ৩০ শে মার্চ অতি সুন্দরভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে বিধিমত শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাপূজা সুসম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭শে মার্চ মহাষ্টমীর দিন আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণামায়ের বিশেষ ষোড়শোপচারে পূজা, ভোগ সম্পন্ন হয়েছে।

এবার কনখলে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে গত ২৭,২৮,২৯শে মার্চ বিশেষ আয়োজনের সঙ্গে শ্রীশ্রী আনন্দমানস ট্রাস্টের শ্রী ভসীন ভাই ও পার্টী অখণ্ড রামায়ণ গান করেছেন। এবার বিশেষ রূপে বিদ্বদ্বরেণ্য রামায়নী স্বামী শ্রী রাজেশ্বরানন্দজীসরস্বতী মহারাজ ২৯শে মার্চ সন্ধ্যায় ৩০ শে মার্চ সকাল সন্ধ্যায় এবং ৩১শে মার্চ প্রাতে অতিপ্রেমিক হৃদয়ে সুবিস্তারে শ্রীরামকথা কবীর রসখান সুরদাস প্রভৃতি সন্তদের সঙ্গে তুলসীদাসজীকে মিলিয়ে পুস্তক না দেখেই শাস্ত্রীয় সংগীতময় রামায়ণগান করে সকলের হৃদয় আলোড়িত করে দিয়েছেন।

☆

"যারা সংকে সার মেনেছে তারাই তো সংসারী - সেখানে সদাই সংসরণ আর সংস্করন। নিত্য যাওয়া আসা, সুখ দুঃখের দোলা। যারা নানা বেশে সং সাজে তারা নিজেদের স্বরূপ ভুলে যায় ণা। তোমরা ত অমৃতের পুত্র। তোমাদের স্বরূপ তো সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"সত্যানুসন্ধান দ্বারা মানুষ উর্ধ্বে যেতে পারে।"

- শ্রীশ্রী মা

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থূল জগত ছেড়ে অমৃত পথের যাত্রী হয়েছেন যাঁরা

শ্রী নিশীথ রঞ্জন দত্ত :-

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের কৃপাধন্য সন্তান শ্রী নিশীথ রঞ্জন দত্ত গত ৩০শে জুন, ২০১৪ শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। ২৬শে জুন ১৯৩০ শ্রী দত্তবাবু জন্মলাভ করেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ডলি দত্তের অনুসারে দত্তদার ১৯৬৫ সালে বৃন্দাবনে মায়ের আশ্রমে প্রথম মাতৃদর্শন হয়। প্রথম দর্শনের সময় হতেই শ্রীশ্রী মায়ের দত্তদার প্রতি এক বিশেষ খেয়াল দেখা যায়। ডলিদি ১৯৭৫ সালে কনখলে প্রথম মাকে দর্শন করেন। দত্তদা এরপর বিভিন্ন স্থানে সপত্নীক মাতৃসঙ্গ লাভের জন্য মায়ের চরণে উপনীত হয়েছেন। প্রথমে ৺ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঁকারনাথজী সাগ্রহে তাঁদের দুজনকেই “নাম” দিলেন। পরে ১৯৮০ সালের ২৭শে জুলাই কনখলে গুরুপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে তাঁদের দীক্ষা হয়। দত্তদার বড়দিদি মায়ের প্রত্যক্ষ দর্শনের পূর্বে স্বপ্নে মার দর্শন লাভ করেন। তাঁর দর্শন অনুসারে মার জন্য পরে তাঁরা পাদুকাও অর্পণ করেন। দত্তদা নিজের অমায়িক ব্যবহার ও কোমল স্বভাবের জন্য মায়ের ভক্তদের সকলেরই অতি প্রিয় ছিলেন। ভক্তিপ্রবণ দত্তদার দীক্ষার পর শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভব হয়। দত্তদা হাসি মুখে সকলের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। দত্তদা মায়ের চরণে শান্তি লাভ করুন এই আমরা মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই এবং তাঁর পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা কামনা করি।

অঞ্জনা চক্রবর্তী :-

পূর্বতন কাশী নিবাসী অতিপুরাতন মাতৃভক্ত শ্রী নলিনী কান্ত ভট্টাচার্যের কন্যা অঞ্জনা চক্রবর্তী বর্তমানে কোলকাতা নিবাসী, গত ১৭ই জানুয়ারী, ২০১৫ সকাল ৮:১৫ মি: মাতৃ শ্রীচরণে চিরশান্তি লাভ করেছেন। তাঁর ডাক নাম খুকু ছিল। পঞ্চাশের দশকে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী ছিলেন খুকুদি। সুমিষ্ট কণ্ঠে কীর্তন করার জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। প্রায় দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস অসহ্য রোগ যন্ত্রণা সহ্য করেছেন কিন্তু মনে সদা মাতৃনাম স্মরণ ও জপ করে গেছেন। কিন্তু শেষ সময়ের পর তাঁর হাসি মাখা মুখ দেখে মনে হয়েছে শ্রী মা নিশ্চয়ই তাঁকে শেষ দর্শন দিতে এসেছিলেন। পরলোক গমন কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর। তাঁর কন্যা ও পুত্রকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং মাতৃশ্রীচরণে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

☆

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shree Shree Ma Anandamayee Satsanga Sammilani
Salt Lake, Kolkata

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"It is the duty of a human being to make human birth, which is such a rare boon, successful. Otherwise he has to continue in the round of births and deaths."

—Shree Shree Ma

Sri N.K. Banerjee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi